চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 February, 2020 ■ আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আতঙ্কের রাজধানী দিল্লীতে মৃত্যু বেড়ে ২৭

গুলিবিদ্ধ ৭০ জন, দিল্লী পুলিশকে তিরস্কার সুপ্রিম কোর্টের, চার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টের নির্দেশ পুলিশকে, সেনা নামানোর দাবী কেজরিওয়ালের, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সোনিয়ার, শান্তি বজায় রাখার আর্জি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৩, বুধবার সকালে মৃতের সংখ্যা ২৭-তে পৌঁছেছে। বুধবার সকালে গুরু তেগ বাহাদুর (জিটিবি) হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার সুনীল কুমার গৌতম জানিয়েছেন, বুধবার ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ২৭-তে। আহতের সংখ্যা ১৮৯। গুলিবিদ্ধ হয়েছে সত্তর জন। উত্তর-পূর্ব দিল্লির সামগ্রিক পরিস্থিতি এখনও থমথমে রয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকায় মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী। বুধবার মৌজপুর, বদরপুর প্রভৃতি স্পর্শকাতর এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করেন পুলিশ কর্মীরা। এদিকে, গত তিনদিন ধরে চলা এই হিংসার প্রেক্ষিতে দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলিধর এবং বিচারপতি তলবন সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার দিল্লি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে চার বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। এই চার বিজেপি নেতা হলেন কপিল মিশ্রা, অনুরাগ ঠাকুর, পারভেজ ভর্মা এবং অজয় ভর্মা। তারা দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনের সময় উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন।

দিল্লিতে এখনও হিংসা অব্যাহত। বুধবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নতুন করে পাথর ছোড়াছুড়ি শুরু হয় উত্তর-পূর্বের ব্রহ্মপুরী-মুস্তাফাবাদ এলাকায়। গোকুলপুরীতে একটি পুরনো জিনিসপত্রের দোকানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জোহরিপুরায় ফ্ল্যাগমার্চ করে পুলিশ। ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সীলমপুর, জাফরাবাদ, মৌজপুর, গোকুলপুরীতে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসা থামাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে। বুধবার সরকার সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। সরকার সূত্রের খবর, দিল্লিতে হিংসা থামাতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনিই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে অবগত করবেনঙ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, রাজধানীতে কোনও রকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না। পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ বাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে হিংসা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। উত্তর-পূর্ব দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে মঙ্গলবার রাতেই তৃতীয়বার দিল্লি পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারপর রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রথমে সীলমপুরে যান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। পরে জাফরাবাদ, মৌজপুর-সহ উত্তর-পূর্ব দিল্লির একাধিক হিংসা কবলিত এলাকায় যান তিনি। কথা বলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে।

গত তিন দিন ধরে অগ্নিগর্ভ রাজধানী। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুসংখ্যাও। গোটা পরিস্থিতির জন্য এ বার দিল্লি পুলিশকে তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি পুলিশ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছে না এবং তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করল শীর্ষ আদালত।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে গত দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে শাহিন বাগে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন সাধারণ মানুষ। শাহিন বাগের সেই রাস্তা খালি করানো নিয়ে আদালতে একটি আবেদন জমা পড়েছিল। বুধবার তার শুনানিতেই উত্তর-পূর্ব দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ আদালত।

এ দিন বিচারপতি কেএম জোসেফ বলেন, "বিচারব্যবস্থার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, পুলিশের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে। স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছে না তারা। এটাই সমস্যার মূল কারণ। আইন মেনে পদক্ষেপ না করে, কেন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে তাদের?"

বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই সিএএ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে আসছেন বিজেপি নেতারা। নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরও তা বন্ধ হয়নি। সম্প্রতি জাফরাবাদে গিয়ে পুলিশের সামনেই একদফা হুমকি দিয়ে আসেন বিজেপির কপিল মিশ্র। তিনদিনের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের অবস্থান না হটালে, তাঁরা রাস্তায় নামবেন, তখন কেউ রুখতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তার পর থেকেই হিংসা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর-পূর্ব দিল্লির একাধিক জায়গায়।

কপিল মিশ্রর সেই বয়ান নিয়ে ইতিমধ্যেই কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। বিজেপির অন্দর থেকেও তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনেকে। এ দিন সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন বিচারপতি জোসেফ। তিনি বলেন, "কেউ উস্কানিমূলক মন্তব্য করলে, সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে পুলিশকে। শুধুমাত্র দিল্লিই নয়, সব রাজ্যেই এই নিয়ম মানা উচিত। আইন মেনেই কাজ করা উচিত পুলিশের।"

বিচারপতির এমন মন্তব্যের বিরোধিতা করেন সরকার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি বলেন, কোন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় পুলিশকে, তা কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই আদালত এ রকম বিরূপ মন্তব্য করলে, পুলিশের মনোবল নষ্ট হবে। জবাবে বিচারপতি জোসেফ জানিয়ে দেন, তিনি কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা পুলিশের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, সেটাই বলতে চেয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর ফাঁসিতে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর সরকারি আবাসনে ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার রানিরবাজার থানায় কর্মরত সাব ইন্সপেক্টর জয়ন্ত বৈদ্য(৩৩) আত্মহত্যা করেছেন। বর্তমানে তাঁর মরদেহ জি বি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনা হল, আজ তার স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তাঁর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে পুলিশ মহলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরার বাসিন্দা জয়ন্ত বৈদ্য ২০১২ সালে ত্রিপুরা পুলিশে যোগ দেন। আগরতলায় বিভিন্ন থানায় তিনি কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি রানীরবাজার থানায় কর্মরত ছিলেন। আগরতলায় পূর্ব আগরতলা থানার সরকারি আবাসনে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন তিনি। আজ সকালে তার স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। বর্তমানে মা ও ছেলে জি বি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ নিজ ঘরেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছিনাইহানিতে রাতের অন্ধকারে মহিলার ঘরে চলল গুলি, পুলিশের ভূমিকায় রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। রাতের অন্ধকারে এক বাড়িতে দুষ্কৃতীদের গুলি ছোঁড়ার ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঠিকাদারির কাজ নিয়ে ঝামেলা থেকেই এভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেনি। তবে, পুলিশের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈদ্যুতিন চ্যানেলের খবর দেখে পুলিশ তদন্তে নেমেছে বলে দাবি করেছেন এয়ারপোর্ট থানার ওসি। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাকে ঘিরে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

এয়ারপোর্ট থানাধীন ছিনাইহানি এলাকার জনৈক রুমা দাস বৈদ্যের ঘরে গতকাল রাত একটা নাগাদ দুষ্কতকারীরা এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছে। গুলির শব্দ শুনে বাড়ির সবাই বাইরে আসতেই দুষ্কতকারীরা পালিয়ে গেছে, জানিয়েছেন রুমা দাস বৈদ্য। তিনি বলেন, ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই দুষ্কৃতীরা গুলি ছুঁড়েছে। আজ তিনি জানিয়েছেন, মাস-ছয়েক আগে তাঁর স্বামী সন্তোষ দাসকে বাড়িতে ঢুকে মারধর করেছিল এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী ঠিকাদারি কাজ করতেন। ওইদিন মারধরের পর তাঁর স্বামী বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কোথাও আত্মগোপন করেন। আজ পর্যন্ত ফিরে আসেননি। গৃহবধূ বলেন, তার স্বামী কোথায় আছেন, কেমন আছেন তা কিছুই জানি না আমরা। তবে, ওই ঘটনার পর ছয় জনের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ তার স্বামীকে খুঁজেও বের করেনি এবং ওই ছয় জনের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাও নেয়নি, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি।

রুমা দাস বৈদ্যের কথায়, গতকাল রাতে হঠাৎ গুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠে দেখি ঘরের মেঝেতে গুলির খালি খোল পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরোতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তবে তাদের মধ্যে চারজনকে চিনতে পেরেছি, বলেন তিনি। ওই গৃহবধূর দাবি, চন্দন চক্রবর্তী, রাজীব ঘোষ, নাড়ু এবং বাবাই গতরাতের গুলিকাণ্ডে যুক্ত। তার আরও অভিযোগ, রাজীব ঘোষের নির্দেশেই ওই সমস্ত ঘটনা তাদের সাথে ঘটছে।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে গৃহবধূ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদ্বোধন হল আগরতলা বইমেলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। বই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছেদ হতে পারে কিন্তু বইয়ের সঙ্গে কখনো মানুষের বিচ্ছেদ হয়না। তাই বই-র চেয়ে আর বড় বন্ধ আর কিছু হতে পারেনা। আজ হাঁপানীয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৮তম আগরতলা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে বেরিয়ে এসে এবারের বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এটি হচ্ছে ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট তৈরী করার অনেক উদ্যোগের মধ্যে একটি উদাহরণ। নতুন কিছু করতে হলে গতানুগতির রাস্তা থেকে বেরুতেই হবে। বইমেলা শিশু উদ্যান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে স্পোর্টস স্কুলের হোস্টেল থেকে নিখোঁজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। পানিসাগর সিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্রীনিবাস থেকে আকস্মিক ভাবে নিখোঁজ হয় অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরতা নাবালিকা ছাত্রী। জানা যায় নিখোঁজ হওয়া ছাত্রীর পিতার নাম- প্রদ্যোত দাস, বাড়ি- পূর্বরৌয়া, নয় দ্রোন এলাকার তিন নং ওয়ার্ডে। বিগত প্রায় পাচ বছর পূর্বে রৌয়া স্কুল থেকে খেলা ধূলায় পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে চতুর্থ শ্রেনীতে সুযোগ পায় পানিসাগর সিত স্পোর্টস স্কুলে। বর্তমানে সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। অন্যান্য দিনের মত মঙ্গলবার রাত্রিতেও ছাত্রীটি রাতে খাবার খেয়ে সহপাঠিদের সাথে ঘুমিয়ে পড়ে। যথারিতি বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠার পর যে যার কাজে লেগে পরে। ইতিমধ্যে স্কুলে পরিক্ষা চলছে। তাই নিয়মিত প্র্যাকটিস কিছু দিনের জন্য বন্ধ। এই কারণে তার প্রতি নজর পরেনি কারোর।

বেলা প্রায় দশটার সময় জৈনিকা ছাত্রীর ভাই, বৌদি এবং মা ছাত্রীটির সাথে দেখা করতে গেলে হোষ্টেল সুএে বলা হয় যে, ছাত্রীটি হোষ্টেলে আছে। কিন্ত দেখা করতে গেলে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাথে সাথে খবর পাঠানো হয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু শীলও স্কুলের কাজে ডেপুটেশনে আগরতলায় আছেন। অন্যদিকে হোষ্টেল সুপার প্রতিমা ঘোষ মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটিতে আছে। এই অবস্থায় হোষ্টেলটি একমাএ তিন জন মহিলা সিকিউরিটির উপর নির্ভর। তাও আবার প্রত্যেকে দৈনিক আট ঘন্টা করে ডিউটি করেন। মঙ্গলবার রাএে থেকে বুধবার ভোর ছয়টা ত্রিশ মিনিট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরেও বিভিন্ন খাবারের দোকানে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ।। আগরতলার পর এবার মন্দিরনগরী উদয়পুর শহরে মঙ্গলবার রাত্রিতে মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নেতৃত্বে শহরের ছয়টি হোটেল, অতিথি ফাস্টফুড নামে একটি রেস্টুরেন্টেও হানা দেয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মহকুমা শাসক ছাড়াও অতিরিক্ত দক্ষিণ জেলার ফুড সেফটি আধিকারিক দয়ালরাম দাস, ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট তন্ময় দেবনাথ দোকানগুলিতে তল্লাসি চালান।

তার মধ্যে খাবারের গুণগতমান খারাপ, খাবারগুলি ঢাকনা ছাড়া থাকার ফলে নানা আবর্জনা, আরশোলা সহ ধূলা বালি পরে থাকতে দেখা যায় এবং দুইটি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার পাওয়া যায় অতিথি ফাস্টফুডে। এর আগেও এই দোকানে খাবারের গুণগতমান খারাপ সহ ছয়টি বে-আইনি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করেছিল মহকুমা প্রশাসন। এবারও তা পেয়ে সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করে দোকান সিল করে দেন।

অন্যদিকে উদয়পুর চকবাজারে বাদল সাহার মিষ্টি মুখ নামে মিষ্টির দোকানে হানা দিয়ে অবৈধ ছয়টি সিলিন্ডার সিজ করে এবং মিষ্টির দোকানেও আঢাকা অবস্থায় প্রচুর মিষ্টি এবং পরের দিনের খাবারের জন্য রান্না করা তরকারি পরে থাকতে দেখে মিষ্টির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে নকল মদের কারখানা গুড়িয়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের দুটি স্থানে মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। মদ তৈরির কারখানা গুড়িয়ে দিয়ে মদ তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জনগণ। মদ বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল কৈলাসহর থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহর মহকুমার অধীন সোনামুখী ও জলাই দুটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদ তৈরির কারখানা সহ মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করেছে।

পাশাপাশি আনুমানিক ২ হাজার লিটার মদ ধ্বংস করেছে পুলিশ। যদিও এই অভিযানে কাউকে আটক কিংবা গ্রেপ্তার করতে পারেনি কৈলাসহর থানার পুলিশ। অবৈধ মদ তৈরির কারখানাগুলি লোকালয় থেকে অনেক দূরে নদীর কিংবা গ্রামীণ ছড়ার এমন জায়গায় তৈরি করা হয়েছে যেখানে সচরাচর কারো নজর পড়ে না। দীর্ঘদিন ধরে এইসব এলাকা থেকে বিশাল পরিমাণ দেশি মদ বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হতো বলে খবর আসে কৈলাসহর থানার কাছে। কিন্তু সঠিক কোন জায়গায় তৈরি হচ্ছে তার খবর না থাকায় পুলিশ অভিযান চালাতে পারেনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে প্রকাশ্যে জুয়ার রমরমা, বিপথে যাচ্ছে যুবসমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। জুয়ার নেশায় আশক্ত হয়ে ধংসের পথে শান্তিরবাজারের যুবসমাজ। নিরবদর্শকের ভূমিকায় আরক্ষা প্রসাশন। শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে নানান অনুষ্ঠানে চলছে জুয়ার রমরমা ঠেক। তার পাশাপাশি শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে সারাদিন জুয়া খেলায় মাতোয়ারা হয়ে থাকে যুব সমাজের একাংশরা। এলাকার লোকজন পুলিশকে এইব্যাপারে খবর দিলেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে পুলিশ বলে অভিযোগ।

এমন একটি চিত্র ফুঁটে উঠলো শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর থানার অন্তর্গত বীরচন্দ্র নগর সুরেন্দ্র সরকার পাড়া ও বাইখোড়া থানার অধীন লক্ষীছড়া এলাকায়। এছাড়া শান্তির বাজার মহকুমার রাজাপুর, কালমা, দেবদারু এই সকল জায়গায় প্রতিনিয়ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহিজলা জেলায় আরও একটি বর্ডার হাট ভারত-বাংলা জেলাশাসক স্তরের বৈঠক সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলা জেলায় আরও একটি বর্ডার হাট স্থাপনে ভারত-বাংলা জেলাশাসক স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে দুই দেশ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আগামী ৯ মার্চ এই জেলার সোনামুড়া মহকুমায় যাত্রাপুর থানাধীন ঘোষপাড়ায় বোর্ডার হাটের জন্য চিহ্নিত জমির সীমানা নির্ধারণ করা হবে। বুধবার সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী এই খবর দিয়েছেন।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় দুই দেশের জেলাশাসক ও জেলা প্রশাসক স্তরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৈঠকে আরও তিনটি বর্ডার হাট স্থাপনে নীতিগত সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হয়েছিল। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক জানিয়েছিলেন, দুই দেশের যৌথ প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত বর্ডার হাট

স্থান পরিদর্শন করবেন।

সে মোতাবেক আজ দুই দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিপাহিজলার জেলাশাসক টি কে জমাতিয়া, পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, সোনামুড়ার মহকুমাশাসক, কাঁঠালিয়া ব্লকের বিডিও-সহ বিএসএফ আধিকারিক ও ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপ জেলা নির্বাহী আধিকারিক-সহ বিজিবি-র আধিকারিকরা।

সিপাহিজলার পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আজ বৈঠকে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই দেশ নতুন বর্ডার হাট স্থাপনে যথেষ্ঠ আন্তরিক তা আলোচনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন, যাত্রাপুর থানাধীন ঘোষপাড়ায় ওই বর্ডার হাট স্থাপনে জমি চিহ্নিত হয়েছে। আগামী ৯ মার্চ দুই দেশের যৌথ প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে জমির সীমানা নির্ধারণ করা হবে।

গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ঠিকেদারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ ফেব্রুয়ারি ।। পারিবারিক কলহের জেরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক ঠিকেদার। তার নাম কৃষ্ণধন দাস। বাড়ি বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়িতে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলা কিংবা গৃহবধূ নয়, এবার কেরোসিন তেল ঢেলে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল কৃষ্ণধন দাস (৫৫) নামের এক ব্যক্তি।

ঘটনা বুধবার দুপুরে বিশালগড় থানার অন্তর্গত মুড়াবাড়ি গ্রামে। বিশালগড়ের দমকল কর্মীরা এই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী উনার শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশই আগুনে ঝলসে গেছে। তারপর উনাকে রেফার করা হয় হাপানিয়া হাসপাতালে। জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাছাড়ে গ্রেফতার কুখ্যাত আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়া ত্রিপুরা ও মায়ানমারের বাসিন্দা আব্দুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে মণিপুর পুলিশ। দক্ষিণ অসমের কাছাড় পুলিশের সহযোগিতায় মণিপুরের থাওবাল পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে কাছাড়ে আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়াদের এক বড়মাপের চাঁইকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেশী রাজ্যের যৌথ পুলিশ নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়া বছর ৪১-এর আব্দুল হাসিম নামের এক জনকে গ্রেফতার করেছে। আব্দুল হাসিম মূলত মায়নামারের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা সদর তথা রাজধানী আগরতলার পার্শবর্তী জিরানিয়ায় বসতি স্থাপন করেছে।

বুধবার কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস এই খবর দিয়ে জানান, মণিপুরের থাউবাল জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) সচ্চিদানন্দের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল কাছাড় পুলিশের সহায়তায় মঙ্গলবার মায়ানমার থেকে আগত কুখ্যাত আন্তর্জাতিক ড্রাগস মাফিয়া আব্দুল হাসিমকে জেলার এক গোপন স্থান থেকে গ্রেফতার করেছে। তবে কাছাড়ের কোথা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে সম্পর্কে তদন্তের স্বার্থে সর্বজনীন করতে চাননি তিনি। তবে আজ তাকে মণিপুরের থাউবালে নিয়ে গেছে ওই রাজ্যের পুলিশ।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ড্রাগ মাফিয়া চক্রের আরও আট জনকে গ্রেফতার করেছে মণিপুর পুলিশ। আট জনের মধ্যে আব্দুল হাসিম ছাড়া চারজন ত্রিপুরার এবং তিনজন মণিপুরের বাসিন্দা। এরা মায়ানমার থেকে নেশা জাতীয় দ্রব্য অসম হয়ে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশে পাচার করে। এদের বড়সড় এক চক্র কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরায় দাপটের সঙ্গে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৩৯ ▫ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ১৪ ফাল্গুন ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মোদি ট্রাম্পের বন্ধুত্ব ও লক্ষ্য

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফর ঘিরিয়া গোটা বিশ্বেই তাহার আঁচ লাগিবার কথা। কারণ ভারতও আজ অন্যতম শক্তিধর দেশ হিসাবে দাবী করিতে পারে। আমেরিকার মতো ভারতেরও শক্তির অধার হইল ভয়মুক্ত সমাজ, মানুষের উপর আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুত্ববাদী বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রতি মানুষের মধ্যে আমি ঈশ্বরের দর্শন পাই' শোনানোর মধ্য দিয়া ট্রাম্প প্রকারান্তরে ভারতের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাই মনে করাইয়া দিয়াছেন। একথা ঠিক, ভারতের যেমন আমেরিকাকে প্রয়োজন, আমেরিকারও ভারতের হাত ধরা প্রয়োজন। অন্তত বছর কুড়ি আগে এই বোধোদয়ের সূচনা। নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরিয়া দুই দেশ আজ একে অপরের প্রয়োজন মিটাইতেছে। সম্পর্ক দৃঢ়তর হওয়ার অর্থ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অপার সম্ভাবনায় দিগন্ত উন্মোচিত হওয়া। দুই পক্ষকেই বহুত্ববাদিতা ধরিয়া রাখিতে হইবে।

দুই দিনের ট্রাম্পের সফরে ৩০০ কোটি ডলারের প্রতিরক্ষা চুক্তি হইয়াছে। বাণিজ্য চুক্তি নিয়া ভারতের আড়ষ্টতা যথেষ্ট। এই আড়ষ্টতার কারণে সংঘ পরিবার। তাহাদের উগ্র স্বদেশীয়ানা দেশী উদ্যোগপতিদের মুনাফা বাড়াইলেও উপভোক্তাদের চহিদা পূরণ করিতেছে কি? উত্তরটা হইলে প্রতিযোগিতা না থাকিলে যেকোনও ক্ষেত্রে 'স্ট্যাগনেশন' অনিবার্য্য। কৃষিজাত পণ্য ও ডেয়ারী ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে ট্রাম্প আগ্রহী। অনাগ্রহ মোদির। অভিজ্ঞতা ইহাই যে, রাষ্ট্রীয় রক্ষা কবচে অর্থনীতির মঙ্গল হয় না। আমেরিকা চায় ভারতের বন্ধুত্ব। ভারতও সেই পথেই। সম্পর্ক দৃঢ়তর হওয়ার মধ্য দিয়াই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্বপ্ন সাকার করিতে অপেক্ষার অবসানে সাহায্য করিবে। ট্রাম্প রাজনীতির স্বার্থকেও যে এই ভারত সফরে ফায়দা তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন তাহা অস্পষ্ট থাকে নাই। ভারত ও মোদিকে নিয়া ট্রাম্পের এই গদগদ ভাব শুধু আগামী নভেম্বরে তাহার দ্বিতীয় দফার ভোটে জিতিবার জন্য, এমন ভাবা নেহাতই অতি সরলীকরণ হইবে। আমেরিকার ৩২ কোটি নাগরিকের মধ্যে ৪০ লক্ষ ভারতীয়। ভোটে জিতিতে তাহাদের সমর্থন পাওয়া খুবই জরুরী। ঐতিহ্যগত ভাবেই সে দেশের অধিকাংশ অভিবাসী ভারতীয় ডেমোক্র্যাটদের সমর্থক। গত ভোটে তাহাদের ৭৭ শতাংশ হিলারী ক্লিনটনকে সমবর্ণ করিয়াছিলেন। ট্রাম্প পাইয়াছিলেন মাত্র ১৬ শতাংশের সমর্থন। কিন্তু, ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবকে হেলায় হারাইয়া, দেশীয় অর্থনীতিকে উজ্জ্বল করা, বেকারত্বের হার কমাইয়া 'আমেরিকা ফাস্ট' শ্লোগান তুলিয়া, দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়া ট্রাম্প তাঁহার জনপ্রিয়তাকে বড়াইয়া নিয়াছেন। সর্বশেষ সমীক্ষা বলিতেছে ৩৬ শতাংশ ভারতীয় আমেরিকান ট্রাম্পের পক্ষে। এই প্রবাসী ভারতীয়রা মোদির সমর্থক। অধিকাংশই গুজরাতি। গত বছর 'হাউডি মোদি' অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে জানাইয়া মোদি শ্লোগান দিয়াছেন, 'আব কি বার ট্রাম্প সরকার'। ৩৫ ঘন্টার সফরের প্রথম দিনে সরাসরি আমেদাবাদ গিয়া মোদিকে 'একসেপশনাল' নেতা 'গ্রেট চ্যাম্পিয়ন অফ ইন্ডিয়া' যিনি 'দিনরাত দেশের জন্য কাজ' জানাইয়া ট্রাম্প বুঝাইয়া দিয়াছেন তিনিও অকৃতজ্ঞ নন। ভারত তো বটেই, নরেন্দ্র মোদির গুরুত্ব তাঁহার কাছে পর্বত প্রমাণ।

কাছাড়ের সোনাইয়ে অগ্নিকাণ্ডে ছাই এনআরসি সেবাকেন্দ্র

সোনাই (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিধ্বংসী এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাইয়ের এনআরসি সেবাকেন্দ্র। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ সকল নথিপত্র।

সোনাই বাজারের মতিনগর রোডে অবস্থিত এনআরসি সেবাকেন্দ্র-৯ আগুন লাগে আজ বুধবার ভোররাত প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ। প্রতিবেশী বাসিন্দারা আগুন লাগার আঁচ পেয়ে দমকল অফিসে খবর পাঠান। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশকেও। দমকলের অগ্নিনির্বাপণের ইঞ্জিন আসার আগ পর্যন্ত এনআরসি সেবাকেন্দ্রে মজুত ট্রাংক এবং আলমারির সব ধরনের নথিপত্রকে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে ফেলে।

এদিকে এনআরসি সেবাকেন্দ্রের অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে বুধবার সকালের দিকে শিলচর থেকে ছুটে আসেন জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা, এনআরসির দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক আনিস রসুল মজুমদাররা। ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা সোনাইয়ের বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর। এর পেছনে নাশকতা, না বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটের ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত তা জনমনে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।কাছাড়ের জেলাশাসক বর্ণালী শর্মা সোনাই রেভিনিউ সার্কলে বিদ্যমান এনআরসি সেবা কেন্দ্র-৯-এ সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব রায়কে এই তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করেছেন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শর্মা। এনআরসি সেবা কেন্দ্র-৯ আগুনে সকল নথিপত্র ভস্মীভূত হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যেও সৃষ্টি হয়েছে।

পুরভোট মাথায় রেখে জেলা নেতৃত্বের বৈঠক

হুগলী,২৬ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): সামনেই পৌরনির্বাচন এসে গেল মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হল উত্তরপাড়ার গণভবনে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার তেরোটি পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলররা, জেলা তৃণমূল বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া সবকটি ব্লক সভাপতিরা ও পঞ্চায়েত প্রধান জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সদস্যরা এবং জেলার বেশিরভাগ পঞ্চায়েতের সদস্যরাও নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভার পরিচালনা করেন হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দিলীপ যাদব। এই সময়ে পুরভোটকে সামনে রেখে বুথ লেভেল থেকে সাধারণ মানুষের কাছে কর্মীরা কিভাবে সব সময় পাশে থাকবেন তার রূপরেখা তৈরি করে দিলেন বক্তারা। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, মন্ত্রী অসীমা পাত্র, বিধায়ক রচপাল সিং, অসিতল মজুমদার, মানস মজুমদার, কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা, প্রবীর ঘোষাল, ডাক্তার সুদীপ্ত রায়, জেলা সভাপতি মাহমুদুর রহমান, পারভেজ রহমান সহ নেতৃবৃন্দ।

সূত্রের খবর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন 'অনেকে টিকিটের জন্য রাজ্যের নেতাদের কাছে গিয়ে তদবির করছেন বিধায়ক এর কাছে যাচ্ছেন দেখেছি আবার অনেকে এমপির কাছে যাচ্ছে তাদের কিন্তু কোনো জনসংযোগ নেই এর ফল হবে খারাপ। দেখতে হবে তিনি কতটা জনপ্রিয় সাধারণ মানুষের পাশে আছেন কতটা নেতা ধরে টিকিট পাওয়া যাবে না, এখন দিন শেষ ফল হবে উল্টো।তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ লেভেল এ গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। দলাদলি চলবে না সবাইকে একই পরিবারের মত থাকতে হবে সবার কথা সবাইকে জানাতে হবে, এলাকার উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে, আত্মতুষ্টি চলবে না, এগিয়ে যেতে হ।

আগামী ২রা মার্চ কলকাতায় নেতাজি ইন্দোরে তৃণমূল নেত্রীর ডাকে সবাই যাওয়ার জন্য দলের নির্দেশে বিশেষ নম্বর লাগানো আমন্ত্রিতদের কার্ড দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল জেলা সভাপতি দিলীপ যাদব বলেন দলের নির্দেশে তৃণমূলের বর্ধিত সভা হল মঙ্গলবার।

সংখ্যালঘুদের বঞ্চনা ও ভাবনা

ফারুক আহমেদ

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সংখ্যালঘুদের মধ্যে মুসলমানদের করুণ চিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে দিন দিন। বিভেদকামী শক্তি জাতপাতের রেষারেষিতে মনষ্য সমাজে বাড়িয়ে দিয়ে দেশকে বিপদে চালিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই অবস্থার নিরসনে এগিয়ে আসছেন সচেতন নাগরিকদের বড় অংশ।

বিভেদমূলক নীতির ফলে রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি অশুভ শক্তি যেভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করছে তাতে ভারতের সংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং তা পবিত্র ভারতভূমিতে চরমভাগে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ভারতের কল্যাণে মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। বৈষম্য দূর করতেই হবে সাধারণ মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচাতে সাহস জুগিয়ে দেশ স্বাধীন করতে ভারতীয় আর্য-অনার্যদের সঙ্গে মুসলমানরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশ স্বাধীন করেছে।

মনে রাখতে হবে ভারতের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি আনুগত ও ভালবাসা রেখেই দেশভাগের পরও ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় অংশ দেশ ছেড়ে চলে যাননি। ভারতের মাটিকে আগলে রেখেছেন বুকের মধ্যে। ভারতের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করতে মুসলমানরা জোটবদ্ধভাবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রেখেছেন এবং অপূর্ব নিদর্শন আজও উপহার দিচ্ছেন দেশবাসীকে। ভারত একদিন আবারও পৃথিবীকে আলো দেবে। বিভাজন সৃষ্টি করে ভারতীয় আত্মাকে পৃথক করা যাবে না। আমরা জানি এবং ভারতীয় হিসেবে গর্বিত হই এটা জেনে বিশ্বে সর্বোত্তম ও অন্যত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ভারতীয় নাগরিকদের বড় অংশ।

স্বাধীন ভারতের ৭৩ বছর পরেও মুসলমানদের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ঘরের ছেলেমেয়েরা বহু সংগ্রাম করে কিছু সংখ্যক উচ্চশিক্ষা নিতে এগিয়ে আসছে। এ বিষয়ে কিছু মিশন স্কুলের অবদান উল্লেখযোগ্য। মুসলিমদের পরিচালিত ট্রাস্টো ও সোসাইটির নিজস্ব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার ফলে বহু ছাত্রছাত্রী আর্থিক অনটনে উচ্চশিক্ষা অর্জনে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি। রাজ্য সরকার এ বাধা দূর করার জন্য কোনও সরকারি প্রকল্প এখনও গ্রহণ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগম থেকে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার বিনিময়ে সরকারি চাকুরিরত গ্যারান্টার বাধ্যতামূলক করায় বিপদ বেড়েছে। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকুরিরত মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, কোথাও আবার শতকরা একজনও নেই। তাহলে সরকারি চাকুরিরত গ্যারান্টার পাওয়া যাবে কোথায়? একদিকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলেও অর্থের অভাবে তা তারা নিতে পারছে না। অন্যদিকে চাকরিরত মুসলমানের সংখ্যা জনসংখ্যার (৩০) শতাংশের অনুপাতে খুবই কম। তাহলে এই বৈষম্য ঘুচবে কীভাবে? মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকারের দাবি,তারা মুসলমানদের উন্নয়নে প্রবলভাবে আন্তরিক। সভা সমাবেশ ও সমিতিতে এই দাবি জোর কদমে বলে চলেছেন শাসক দলের নেতানেত্রী ও মন্ত্রীরা। এই মতো পরিস্থিতিতে আমাদেরদাবি, সরকারের পক্ষ থেকে এই সব দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রাছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ ফান্ডের ব্যবস্থা করা হোক অথবা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্তনিগম থেকে গ্যারান্টারমুক্ত লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা অনুদান চাইছি না, উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়াদের জন্য শুধুমাত্র লোন চাইছি। পিছিয়ে পড়াদের তুলে আনার ক্ষেত্রে সরকারের এটা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেমনে করি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের জন্য যদি প্রকৃত উন্নয়ন করতে চান তাহলে এই ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন এবং পিছিয়ে পড়াদেরমনে জয়ও করতে পারেন। এই পথেই একটা পিছিয়ে পড়া সমাজ আলোর স্পর্শ পাবে। এভাবেই মুক্ত চেতনা ও সর্বোপরি সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচিত হবে। মুসলিম ও সংখ্যালঘু সমাজ আলোর দিশারী হবে। এটা বড় প্রয়োজন এই মুহূর্তে। বাংলার চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি, সংখ্যালঘুদের চাকরি, শিক্ষা বাসস্থান ও সামাজিক সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের কোনও চেষ্টাই করেনি তৎকালীন বামফ্রন্ট স মনে রাখতে হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতি মুসলমানদের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, জওহরলাল নেহরু একথা স্পষ্ট করে লিখেছিলেন। এর সত্যতা বারবারই প্রমাণিত হয়েছে। গোটা দেশে এই মুহূর্তে সংখ্যালঘু সাংসদ সংখ্যা মাত্র ২৭-এ নেমে এসেছে। ২০১৯-এ মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেখলাম বিজেপির নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে একজনও মুসলিম সাংসদ নেই। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু প্রার্থীদেরমধ্যে যারা লোকসভা ভোটে বা বিধানসভা ভোটে জিতেছেন, ভাল কাজ করলেও তাদের অনেককেই প্রার্থী করা হয় না বা আসল বদল করা হয়। এর ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। কখনও বা তাদের ঠেলে দেওয়া হয় হেরে যাওয়া আসনগুলিতে মুসলিম প্রার্থীদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার হয় সুততুরভাবে।

সাধারণ মানুষ কিন্তু রাজনীতির এসব প্যাঁচপয়জার বোঝা না। তারা চায় প্রত্যেক এলাকায় আধুনিক মানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠুক। যেমন মুর্সিদাবাদ জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন জেলার মানুষ, যা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খানিকটা হলেও সেদিকে অগ্রসর হতে পেরেছেন। বিল পাশ করেছেন মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু আজও পঠনপাঠন চালু হয়নি বা অর্থ বরাদ্দও করা হয়নি। এখনও উপাচার্য নিয়োগও হয়নি। তবে কৃষ্ণনাথ কলেজ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিল নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এর মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের মহাসচিব ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দলের মহাসচিব ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা প্রসারে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেকেগুলি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কয়েকটি নতুন বহু জেলাতেই আরও অনেক সাধারণ স্কুলকলেজ সহ মহিলা ডিগ্রি কলেজ গড়ার প্রয়োজন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে।

২০১৬ সালে বিনাধসভা ভোটে সংখ্যালঘুদের বিপুল সমর্থন পেতে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। এখন দেখার ২০২১ সালের নির্বাচনে কোন দল কীভাবে বাজিমতা করে। সংখ্যালঘুদের বিপুল সমর্থন পেতে চাইবেন সব দলই। এখন থেকেই এই সংখ্যালঘুদের মনজয় করতে সকল রাজনৈতিক দল উঠেপড়ে লেগেছেন। বাম কংগ্রেস ও বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে থাকা মুসলিম ভোটে থাবা বসাতে চাইছেন। তবে সচেতন সংখ্যালঘু সমাজ সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণে রেখে যতাযথ ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলেই মনে হয়।

সংখ্যালঘুদের সামাজিক সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের কোনও চেষ্টাই করেনি বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যের ২৩টা জেলায় বামফ্রন্টের পার্টি সম্পাদক আছেন, কিন্তু কোনও মুসলিমকে আজও সম্পাদক পদে বসাতে পারেননি বাম কর্তারা। বামফ্রন্টের কর্তারা বলেন, তাঁরা নাকি অন্যদের থেকে অসাম্প্রদায়ি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে কখনও মুসলিম আধিকারিককে বসাতে পারেননি কেন, এই প্রশ্ন ওঠা অমূলক নয়। এই কালো ইতিহাস বাংলার মানুষ এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না।

এরই পাশাপাশি আমরা দেখেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিগত বছরগুলিতে কয়েকজন মুসলিমকে জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনে বসিয়েছেন। এমকী কলকাতা মহানগরীর মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জনাব ফিরাহাদ হাকিম ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের আস্থা অর্জন করে চলেছেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকার যা কখনও ভাবতেই পারেনি।

রাজনৈতিক দলের কর্তারা শুধু ভোটের সময় ভোট লুঠ করতে আর লেঠেল বাহিনী করে মুসলিমদের এবং দলিতদের এগিয়ে দিয়েছে সুচতুরভাবে। মারছে মুসলিম, মরছে মুসলিম। আর মরছে দলিতরা। দেশেরও বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ ভুলে যায়নি তাদের চালাকি ও অত্যাচারের কথা।

অপ্রত্যাশিত দেশভাগের ফলে সাবেক বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। মানসিক অস্বস্তিকাতরতায় আচ্ছন্ন মুসলমান জাতিসত্তা এই সাত দশকের মাঝে এসে কোন অবস্থানে ? স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবাংলার জীবন বিকাশের সব ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে নানা মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের 'গণতান্ত্রিক সাম্যহীনতা' নির্লজ্জ স্বাথসিদ্ধি আর নানাবিধ ধান্দাবাজির স্বার্থে দাবার বোড়ে হিসেবে অর্থাৎ 'ভোটব্যাঙ্ক' হিসাবে মুসলমানদের ব্যবহার করেছে। এই নিঃসহায় ধর্মীয় সম্প্রদায়কে মাজারি নাচের উপাদন করে তুলেছে। হরেক কিসিমের কারসাজির উৎসকেন্দ্রকে এক নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে যা স্পষ্ট তা খোলসা করে বাল দরকার। সত্য নির্মম, সেক্ষেত্রে কাউকে রেয়াত করার প্রশ্নই ওঠে না। সে সুযোগও নেই, কেননা কঠোরভাবে একশ্বেরবাদী এই ধর্মবিশ্বাসী সমাজ 'সিউডো সেকউলার', নরম ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সমস্ত রকমের ফন্দি আর ফিকির অনুধাবনের পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। দেশবিভাগের পর তারা অন্তবিহীন সমস্যায় আক্রান্ত, জর্জরিত এবং তার রাজনৈতিক সমাধন কেন পদ্ধতিতে সম্ভব তার তত্ত্বগত, কৌশলগত আর পরিস্থিতি মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা পারঙ্গম হয়ে উঠেছেন। তার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা বিগত দুই বিধানসভা ২০১৪ ও ২০১৯ লোকসভা ভোটে। কোনও 'ললিপপ' আজ তাদের তৃপ্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। অতলান্ত সমস্যা আর অস্তিত্বের সংকটগুলো অতিক্রম করে কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁরা থাকবেন তার পূর্ণ কেটি ছকও সংখ্যালঘু মনে ক্রিয়াশীল। বিজেপি এনআরসি নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আস্থা হারিয়েছে। হিন্দু মানুষজন তাদের পাশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন দ্রুত। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট বড় ফ্যাক্টর। বিরোধীরা এই বাংলায় সুবিধাজনক অবস্থায় আসতে চাইলে সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নেত্রী যিনি এনআরসি নিয়ে কঠোর গলায় বলে দিয়েছেন, বাংলাতে তিনি বেঁচে থাকতে এনআরসি হতে দেবেন না। বিগত বাম শাসনের অহমিকা, ঔদ্ধতা ভণ্ডামি আর দুর্নীতির গহ্বরে নিমজ্জিত তৎকালীন তস্কর শাসকগোষ্ঠীর বলির পাঁঠা হতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন আর রাজি নয়। বাম জমানায় প্রশাসনিক বদমায়েশি সম্পর্কে নিরস্তর প্রতিবাদী হয়ে ওঠা সমাজ এখনও সচেতন আছেন। তারা ভুলে যায়নি জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় সংখ্যালঘুদের সঙ্কট চরমভাবে বেড়ে গিয়েছিল। সরদিক থেকে তাদের হাতে না মেরে ভাতে মারার সেই সুকৌশল আজও ভোলার নয়। এই চরম অপমানের বদলা বাংলার মানুষ ও সংখ্যালঘু সমাজ ভোটবাক্সে দিয়েছেন। যার ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ২১১টা আসনে জয়ী হয়েছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচনে। গোটা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মিটিং মিছিল করে জোটের মুখে ঝামা ঘষে ও চুনকালি মাখিয়ে তাদের পতন সুনিশ্চিত করেছিলেন বাংলার অবিসংবাদী যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষ।

সামনের নির্বাচনে সব দলগুলো সংখ্যা অনুপাতে ৩০ শতাংশ আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী দিক এই দাবি উঠছে এখন থেকেই। যেসব ওয়াকফ সম্পত্তি বেদখল হয়ে আছে তা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতেও বর্তমান সরকারকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। উচ্চশিক্ষায় চাকরিতে মুসলমানদের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখছি, প্রতিনিয়ত অধ্যাপক, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ কমছেই, এর প্রতিকার হওয়া দরকার। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে নজর দিলেই উঠে আসে করুণ চিত্র। অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই বঞ্চনার অবসান ঘটাতে রাজ্য সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ ও উদ্যাগ নিতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের জমানায় হাতে পায়ে ধরে কেউ কেই সরকারি পদে বসেছেন। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছেন কিন্তু তাঁদের সরকারি বিরোধী কার্যক্রম দেখে তাজ্জব বনে যাই।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের একটি অংশ, যারা আজও উটপাখির মতো মরুবালিতে মুখ গুঁজে উপেক্ষিত অংশের জাগরণকে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত,তাদের বোধোদয় হবে এমন প্রত্যাশা করা যায়। বাম শাসনের অবসান ঘটাতে সংখ্যালঘুরা এগিয়ে এসেছিল। পরন্ত সীমাহীন রাজকীয় ক্ষমতানির্ভর সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘাড়ে গর্দানে এক হয়ে যাওয়া বামফ্রন্টের রাজবাবুরা এতদিনে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজাংশের উপস্থিতিকেই স্বীকার করত না, আজ তারই নির্লজ্জভাবে ছুটে যাচ্ছেন সংখ্যালঘুদের কাছে

সংখ্যালঘুরা চান সমদৃষ্টিতে সমাজবিকাশ। তারা সময়ের বিচার করে এবং বিপুলভাবে জয় দিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন মমতা সরকারকে আগামীতে বঞ্চনার অবসান ঘটাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সঠিকবাবে কাজ না করলে তাদেরকেও সাধারণ মানুষ ভোটবাক্সে জবাব দিয়ে দেবেন। তাই সাধু সাবধান।

তবু বহু ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন বৈষম্য না করে উন্নয়ন করা যায়। তাই উন্নত, ঐক্যবদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে বাংলার ৪২টা লোকসভা কেন্দ্রে প্রকাশ্য জনসভা করেছেন বাংলার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী ভোট প্রচারে তাঁর জনসভাগুলো জনসমুদ্রের আকার নিয়েছিল। কিন্তু মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে কী পাপ করেছিল তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। এনআরসি নিয়ে মাতামাতি করতে গিয়ে বিজেপি বাংলায় দ্রুত মাটি হারিয়ে ফেলছে।

গণতন্ত্র ও সংবিধান আজ বহু রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। গণতন্ত্রও সংবিধান বাঁচাচেত দেশের সাধারণ নাগরিকদের আরও সচেতন হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইভিএম কারচুপি রুখে স্বচ্ছ সরকার উপহার দিতে জনসাধারণকে আরও সচেতন হতেই হবে। দেশের সুনাগরিকগণ আগামীতে ভালবাসার দেশকে রক্ষা করতে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন এই আশায় থাকব আমরা। বাংলাতে এনআরসি নিয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার আতঙ্ক দূর করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই মহান কাণ্ডারী হতে পারবেন কিনা তা সময় বলবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পূর্ণ বহুমত শেষ কথা বলে না

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবশ্য এমন ঘটনা নতুন ঘটল না। আগেও ঘটেছে।

দিল্লি নির্বাচনে বিজেপি নেতাদের আশা ছিল, সরকার গড়ার জন্য এবার তারাই জনাদেশ পাবে। তাদের সেই আশা আকাঙ্ক্ষা কুসুমের মতো মিলিয়ে গেছে।

দিল্লির সরকার গড়ার জন্য আপ ফের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কন্তি তা দিয়ে আপ বা অন্য কোনও দল বা জোটের সরকার সাধারণ মানুষের জন্য প্রচুর দান খয়রাত করলেই যে পরের ভোটে তারাই ড্যাং ড্যাং করে জিতে ক্ষমতায় ফিরবে এমনটা নিশ্চিত নয়। ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতির আঁকাবাঁকা ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

১৯৭২ সাল থেকেই কাহিনী শুরু করা যাক। ইন্দিরা গান্ধি তখন সত্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেত্রী। বেসরকারি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে তিনি বিরোধীদের, বিশেষ করে বামপন্থীদের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি নিজের মতো করে কংগ্রেসের ঘর গুছিয়ে নিলেন। তারপর মেয়াদ থাকতে থাকতেই লোকসভা ভেঙে দিলেন। ফলে অকাল নির্বাচন।

নির্বাচনে বিরোধীদের গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়ে ফেললেন। এতেই শেষ নয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলো। জন্ম হলো স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। এই ঘটনায় দেশ তো বটেই, পৃথিবীর অনেক দেশেই ইন্দিরার জয়জয়কার। এতে তার জনসমর্থনের পাকা ভিত আরও শক্তপোক্ত হল।

কিন্তু সংসদীয় রাজনীতির কী দারুণ পরিহাস। তিনটি বছরও কাটল না। জাতীয় রাজনীতিতে ধূমকেতুর মতো উদয় হলো জয়প্রকাশের। তাঁর নেতৃত্বে বিশেষ করে উত্তর ভারত ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলনে অভিযানে উত্তাল। ইন্দিরার জনপ্রিয়তার ভরা তারি বেসামাল। শাসন পদ্ধতিতে নানা ওলাটপালট ঘটিয়ে ইন্দিরা অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। একটা সময়ে তাঁর মনে হলো, তিনি বিরোধীদের ফণা এবং বিষদাঁত ভেঙে দিতে পেরেছেন। এবার তিনি ছন্নছাড়া বিরোধীদের হাতে বিক্ষাপাত্র ধরিয়ে দিয়ে ফের ক্ষমতায় ফিরবেন।

এই বিবেচনায় ১৯৭৭ সালে তিনি লোকসভার ভোটের ডাক দিলেন। ভোটের ফলে দেখা গেল ১৯৭১ সালের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা তাকে এতটুকু মুনাফাও দিতে পারল না। ভোটে তিনি হারলেন, পুত্র সঞ্জয় হারল, কংগ্রেসও হারল। পাঞ্জাব থেকেদিল্লি হয়ে বিহার পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে কংগ্রেস অস্তিত্বহীন। সর্বত্র শূন্য শূন্য শূন্য।

কেন্দ্রে কংগ্রেসের জায়গায় যে সরকার এসেছিল, তা পূর্ণ মেয়াদ ডিকল না। ফলে ১৯৮০ সালে ফের লোকসভার নির্বাচন। কী আশ্চর্য। এবার ইন্দিরা পূর্ণ বহুমত পেয়ে ক্ষণতায় ফিরলেন। যে সব প্রদেশ ইন্দিরাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই সব রাজ্যই ইন্দিরাময়।

প্রধানমন্ত্রী থাকতে থাকতে দেহরক্ষীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইন্দিরা শহিদ হলেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন রাজীব গান্ধি। তিনিও অসময়ে লোকসভা ভেঙে দিয়ে ভোটে গেলেন। অঙ্ক মিলে গেল। ঐতিহাসিক বহুমত নিয়ে রাজীবের নেতৃত্বে কংগ্রেস ফের ক্ষমতায়।

এত প্রোটিন, ভিটামিনেও কংগ্রেসের স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবল জন অসন্তোষ। ১৯৮৪ সালের ঐতিহাসিক বহুমতও ১৯৮৯ সালে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফেরাতে পারেনি।

সেই সরকারের অবশ্য অকালমৃত্যু ঘটেছিল অন্তর্বর্তী নির্বাচন চলাচলে রাজীব গান্ধি আততায়ীদের বোমা বিস্ফোরণে শহিদ হলেন। কংগ্রেসের হাল ধরলেন নরসিংহরাও। রাওয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস বৃহত্তম দলহলো বটে, তবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অধরা থেকে গেল। রাও তারই মধ্যে ভেল্কি দেখালেন। নানা কায়দা কৌশল করে সরকারকে পুরো মেয়াদ টিকিয়ে রেখেছিলেন নরসিংহ রাও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বুধবার নয়াদিল্লিতে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্গায়াই নাইডু সৎগুরু পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে। ছবি- পিআইবি।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে ভারত

মনির হেসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৬।। হিলি স্থলবন্দরের বাতাসে জোর গুঞ্জন আগামী মার্চ মাসেই বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে ভারত। দেশটির পেঁয়াজ রফতানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, রফতানিকারকরা এপারের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী সংগঠনকে এমন ধারণাই দিচ্ছেন। আর এই ধারণার ভিত হচ্ছে দেশটিতে পেঁয়াজের বাম্পার ফলন এবং সরকারের সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ মনোভাব। সরবরাহ সংকট ও অভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে প্রায় পাঁচ মাস ধরে ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ রেখেছে। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন পেঁয়াজ ওঠায় ফের বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি শুরু হবে বলে ভারতীয় রফতানিকারকরা বাংলাদেশি আমদানিকারকদের আশ্বাস দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে প্রথমদিকে ভারতীয় পেঁয়াজের দাম হতে পারে কেজি প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ টাকা।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বন্দরের একাধিক ব্যবসায়ী জানান, আগামী ২ মার্চ এ বিষয়ে ভারতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকের পরই ভারত পেঁয়াজ রফতানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারে। তারা এমনও বলছেন, ২ মার্চ বিকাল অথবা ৩ তারিখ থেকেই হিলি বন্দর দিয়ে দেশে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হতে পারে। তবে ভারতের বাণিজ্য নাকি কৃষি মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নেবে তা নিশ্চিত করতে পারেনি ওই সূত্র। তবে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য আসেনি।

ভারতীয় পেঁয়াজ রফতানিকারক সঞ্জয় কুমার বলেন,অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কমে যাওয়া ও দাম বৃদ্ধির কারণে ভারত সরকার পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দিয়েছিল। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে নতুন পেঁয়াজ ওঠায় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে। দামও কমে এসেছে। এ কারণে কিছু দিন আগেই চেন্নাই বন্দর দিয়ে ১০ হাজার টন পেঁয়াজ রফতানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। এ অবস্থায় সরকারের বাণিজ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় পেঁয়াজ রফতানির বিষয়ে বৈঠক করেছে। সেই বৈঠকে পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পেঁয়াজ রফতানির নির্দেশনা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। নির্দেশনা পেলে আবারও বাংলাদেশে পেঁয়াজ রফতানি শুরু হবে।

হিলি স্থলবন্দরের পেঁয়াজ আমদানিকারক মোবারক হোসেন বলেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইতোমধ্যে নতুন জাতের পেঁয়াজ উঠেছে। ফলে সেই দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ বেড়েছে।

এমনকি পেঁয়াজ রফতানি না হওয়ায় ভারতের অনেক প্রদেশে কৃষকরা ন্যায্য দাম না পেয়ে আন্দোলন করেছেন। পেঁয়াজ রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ভারতীয় রফতানিকারকরা আমাদের জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন,আগামী ২ মার্চ এ বিষয়ে আদেশ হতে পারে। সকালের দিকে আদেশ হলে সেদিনই বিকালে অথবা পরের দিন বন্দর দিয়ে দেশে পেঁয়াজ আমদানি হবে। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হলে দেশের বাজারে পেঁয়াজ নিয়ে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তা অনেকটাই কমবে। এই পেঁয়াজের দাম শুরুতে ৩০-৩৫ টাকা কেজি হবে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব ড় জাফর উদ্দীন জানান,ভারত থেকে পেঁয়াজ আসার বিষয়ে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কোনও মেসেজ আসেনি। প্রসঙ্গত, দাম বৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকট দেখিয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করে দেয় ভারত। এরপর মিয়ানমার, মিসর, পাকিস্তান, তুরস্ক, চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে বাংলাদেশ।

বিমসটেক এফটিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে পারস্পরিক বাণিজ্য বাড়ানো সম্ভব: বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী

মনির হেসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৬।। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বিমসটেক এফটিএ স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভুটানের বাণিজ্যে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। সদস্যভুক্ত দেশগুলো এ বিষয়ে কাজ করছে। বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মালটি-সেক্টোরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমস্টেক) কার্যকরভাবে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে, সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। বুধবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ভারতের চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উদ্যোগে মুম্বাই এর ওয়ার্ল ট্রেড সেন্টারে দু'দিনব্যাপী 'বিমসটেক এক্সপো-২০২০' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল লতিফ স্বারিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ইন্টিগ্রেটিং বিমসটেক-২০২০ এতে ত্র কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বিমসটেক এফটিএ স্বাক্ষরের জন্য সদস্য দেশগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের আঞ্চলিক বাণিজ্য টেকসই করতে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। ভোক্তাকে সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে বাণিজ্যের ব্যয় কমানো প্রয়োজন বলে জানান তিনি। টিপু মুনশি বলেন, বাংলাদেশ ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে এবং ২০২৭ সালের পর আর এলডিসি দেশের বাণিজ্য সুবিধা পাবে না। বাংলাদেশ এফটিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে পারস্পরিক দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। আমরা বিশ্বাস করি এ অঞ্চলের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে বিমসটেক সাপটা এবং আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মহাপরিচালক ড় রাজিব সিং। গেস্ট অফ অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতের এক্সটার্নার অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রণালয়ের এডিশনাল সেক্রেটারি ভিরান্দার পাউল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী আহমেদ, বিহার রাজ্যের ইনভেস্টমেন্ট কমিশনার আর এস শ্রীবাস্তব, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেভিড রাসকুইনহা। অনুষ্ঠানে কী-নোট উপস্থাপন করেন বিমসটেক সেক্রেটারিয়েট এর পরিচালক ড. ধামারু বল্লবহা পাওডেল।

উগ্র সাম্প্রদায়িক মোদি বাংলাদেশে আসতে পারবে না: ডাকসু ভিপি নুর

মনির হেসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৬।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নুর বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান কলঙ্কিত করা হবে। আমরা মোদিকে এনে মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান কলঙ্কিত হতে দেব না। বুধবার বিকেলে ঢাবির সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে আন্দোলনরতদের ওপর অব্যাহত হামলা, সহিংসতা এবং মোদি সরকারের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের আগে সমাবেশে ডাকসু ভিপি এ কথা বলেন।

নুর বলেন, বঙ্গবন্ধু কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নন, তিনি হলেন বাংলার সব ধর্ম-শ্রেণি-পেশার মানুষের নেতা। তার জন্মশতবার্ষিকীতে দাঙ্গাবাজ, সন্ত্রাস বাহিনীর প্রধান, উগ্র সাম্প্রদায়িক মোদি এ দেশে আসতে পারবেন না। যদি আসেন তাহলে ছাত্রসমাজের রক্তে এ দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। তিনি বলেন, মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে দাওয়াত করা হয়েছে। আমরা স্যালুট জানাই প্রণব মুখার্জির মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকে দাওয়াত করার জন্য। কিন্তু মোদির মতো একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি এ দেশে আসতে পারেন না। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে মোদিকে এনে আমরা অনুষ্ঠান কলঙ্কিত হতে দেব না। ডাকসু ভিপি বলেন, আরএসএসের (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ) প্রভাব শুধু ভারতে নয়, বাংলাদেশেও এর সদস্য রয়েছে। আমরা দেখেছি, ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে এখানে আমরা হামলার স্বীকার হয়েছি, ডাকসুতে হামলার স্বীকার হয়েছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। তিনি বলেন, সব পত্রিকায় সংবাদ এসেছে দিল্লিতে সাংবাদিকের প্যান্ট খুলে দেখা হয়েছে তিনি হিন্দু না মুসলমান। এর চেয়ে নিকৃষ্ট ঘটনা আর কী হতে পারে? ভারতের সাম্প্রদায়িক মোদি সরকার দেশে একটি সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করছে। আইএস যেমন একটি সন্ত্রাসী সংগঠন তেমনি সেখানে আরএসএস আরেকটি উগ্রবাদী সন্ত্রাসী বাহিনী। সেই আরএসএসের মদদপুষ্ট এই দল অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করে যাচ্ছে ভারতকে একটি কট্টর হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য। বিভে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে ছাত্র অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক হাসান আল মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. রাশেদ খান ও ফারুক হাসান, ঢাবি শাখার সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেনসহ শতাধিক শিার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী অসম চুক্তি করেছিলেন বলেই বাঙালিরা সুরক্ষিত, দাবি করিমগঞ্জ কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী অসম চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন বলেই আজ রাজ্যের বাঙালিরা সুরক্ষিত। তা না-হলে এনআরসি-র ভিত্তিবর্ষ ৭১ না হয়ে ৫১ সাল হত। এ রকম হলে অসমে বসবাসরত বাঙালিদেরকেই আজ বিপদের সম্মুখীন হতে হত। অসম চুক্তিকে বিকৃত করে এখন তার সব দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কংগ্রেসের ঘাড়ে। বলা হচ্ছে, কংগ্রেসের পাপের বোঝা নাকি বাঙালিদের সইতে হচ্ছে। যা বাস্তবে ডাঁহা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সতু রায়। বুধবার ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, অসম চুক্তি নিয়ে বিজেপি নেতারা বলছেন, কংগ্রেস আগে কেন এটা নিয়ে প্রতিবাদ করেনি। করেনি কারণ অসম চুক্তি নিয়ে কংগ্রেসের কোনও আপিত্তি এখনও নেই। আপত্তি রয়েছে চুক্তিকে বিকৃত করা নিয়ে। অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফাকে পুরোপুরিভাবে বিকৃত করে অসমিয়াদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হচ্ছে। যা মোটেও সত্য নয়। কারণ ৬ নম্বর দফায় পরিষ্কার বলা হয়েছে 'অ্যাসামিজ পিপলস যার অর্থ অসমে বসবাসরত প্রত্যেকেই এখানে অ্যাসামিজ পিপলসবলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই বিষয়টাকে পরিবর্তন করে বলা হচ্ছে অসমিয়া।

সতু রায় বলেন, চুক্তির দফা অনুযায়ী যে খিলঞ্জিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও আমাদের আপত্তি রয়েছে। কারণ কারা খিলঞ্জিয়া অর্থাৎ ভূমিপুত্র, এ নিয়ে যথেষ্ট যুক্তিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অসমে বসবাসরত বাঙালিরা ব্রিটিশ আমলের বহু যুগ পূর্ব থেকেই এখানে বাস করে আসছেন। কোনও এক সময় অসমের সরকারি ভাষা ছিল বাংলা। বাঙালিদের বিরুদ্ধে অসম আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন তৎকালীন বিজেপি নেতা তথা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, মুরলীমনোহর জোশি, লালকৃষ্ণ আদবাণীরা। সে সময়কার পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই রাজীব গান্ধী অসম চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যার ফলেই এনআরসি-র ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ ইংরেজি না হয়ে ১৯৭১ করা হয়ে হয়েছে। অন্যথায় অসমের বাঙালিদের এর জন্য চরম খেসারত দিতে হত।জেলা কংগ্রেস সভাপতি বলেন, উগ্র অসমিয়াদের অসম আন্দোলনে সায় ছিল না বলেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল দেবব্রত শইকিয়া, অঞ্জন দত্তের মতো কংগ্রেসি নেতাদের। তখনকার দিনে গুয়াহাটি থেকে পালিয়ে এসে সন্তোষমোহন দেবের শিলচরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। বাঙালির বিরুদ্ধে সংগঠিত অসম আন্দোলনের সমর্থন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী-সহ অন্যান্য নেতারা। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় বলেন, সেই সব চিঠির প্রতিলিপি আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

আইএমডিটি আইন বাতিল নিয়েও বিজেপিকে দায়ী করেছেন সতুবাবু। তিনি বলেন, যেদিন আইএমডিটি আইনটি বাতিল হয়েছিল সেদিন অসমের সঙ্গে বরাকের বিজেপি নেতারা নিজেদের মধ্যে মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। আজকের দিনে এই আইন বাতিল হওয়ায় বাঙালিদের জীবনে চরম দুর্বিষহ যন্ত্রণা নিয়ে এসেছে। বিজেপি নেতারা সেদিন মিষ্টিমুখ করেননি, আসলে সেদিন তারা বাঙালির জাতিসত্ত্বাকে চিবিয়ে খেয়েছিলেন। প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে সতুবাবু বলেন, এঁরা নিজেকে হিন্দু বাঙালির ত্রাতা বলে চিৎকার করে থাকেন। বাঙালির সুরক্ষার কথা বলেন। অথচ রাজ্য সরকারের ছুটি তালিকা থেকে জাতীয় কবির জন্মদিন, দুর্গাপূজার ছুটি কর্তন করা হয় তখন আমাদের স্থানীয় নেতারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন। কংগ্রেস যখন বাঙালির কথা বলে তখন বিজেপি নেতারা কংগ্রেসকে 'আমরা বাঙালি' দল বলে কটাক্ষ করেন। যাঁরা এভাবে বলেন আসলে তাঁরাই দেশ টুকরো টুকরো করার জন্য রাজনীতি করছেন।

ইন্দিরা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের উপ-সভাপতি উত্তম মজুমদার, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শাহদত আহমেদ চৌধুরী, পংকজ নাগ, শুভঙ্কর দাস প্রমুখ।

দিল্লির হিংসা নিয়ে বিতর্কিত ট্যুইট ইমরানের

ইসলামাবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের। উত্তর-পূর্ব দিল্লির হিংসা নিয়ে ট্যুইট করে ইমরানের দাবি ভারতে বসবাসকারী মুসলমানেরা বারবার আক্রান্ত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলির উচিত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নিজের ট্যুইট বার্তায় লিখেছেন, বোতল থেকে জীন বেরিয়ে এলে পরিস্থিতিতে যে ভয়ানক হতে পারে, সেই বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আগেই অবগত করানো হয়েছিল। শুরুটা হয়েছিল কাশ্মীর দিয়ে। এখন ভারতে বসবাসকারী ২০ কোটি মুসলমানদের হামলা চালানোর জন্য লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলির উচিত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। ঘৃণার উপর দাঁড়ানো কোনও বিচারধারা যখন গোটা সমাজকে কব্জা করে নেয়, তখন তার ফল ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অন্য ধর্মের মানুষ যদি পাকিস্তানে আক্রান্ত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ৪৮ ঘন্টায় সংঘর্ষে ১৮৯ জন আহত হয়েছে। পরিস্থিতি এখনও থমথমে। প্রাণ হারিয়েছে ২২ জন। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সেনা নামানোর আর্জি তুলেছে আপ এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি।

মোদির সফর উপলক্ষ্যে ঢাকায় যাচ্ছেন ভারতের বিদেশ সচিব শ্রিংলা

মনির হেসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৬।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর সামনে রেখে ঢাকায় যাচ্ছেন দেশটির বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। আগামী ১ মার্চ তিনি দুইদিনের সফরে ঢাকায় যাচ্ছেন। এ সফরে নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফর সূচি চূড়ান্ত করা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় যাচ্ছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার ওই সফর চূড়ান্ত করতে এর আগেই ঢাকায় যাচ্ছেন দেশটির বিদেশ সচিব শ্রিংলা।

১ মার্চ শ্রিংলা ঢাকা পৌঁছাবেন। পরদিন অর্থাৎ ২ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক করবেন তিনি। একই দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গেও বৈঠক করবেন শ্রিংলা। ঢাকা সফরে ২ মার্চ 'বাংলাদেশ ও ভারত: একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারেও যোগ দেবেন ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই অভিজ্ঞ কূটনীতিক। বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনের পর তিনি গতবছরের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভারত দূতাবাসে যোগ দেন। এরপর তাকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয় দেশটির সরকার। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে প্রথমবারের মতো ঢাকায় যাচ্ছেন এই কূটনীতিক।

ডাউনস সিনড্রোমে আক্রান্তদের পাশে থাকার আবেদন

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পাঁচ বছর বয়সে হাটতে শিখে ছিল কোরক বিশ্বাস ঊ মুখে বুলি ফোটে দেরিতেঊ উচ্চারণ করতে শেখে অস্পষ্টভাবে ঊ দেখা যায় যে ওর ডাউনস সিনড্রোম হয়েছে ঊ প্রতিবন্ধকতা জয় করে সেই কোরক আজ জাতীয় স্বীকৃতি পেল।

কোরকের বাবা-মা জানান, ছেলেবেলা থেকেই নাচের প্রতি ওর ভালোবাসা লক্ষ্য করা গিয়েছিল ঊ ওর এই আগ্রহ আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিঊ গৌড়ীয় নৃত্য প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে পণ্ডিত কাবেরী পুইতোনদির কাছেঊ তাকে অনুশীলন ও পরিচর্যায় সেটা করেছে 'নোবেল মিশন অফ সাউথ ক্যালকাটা' নাম একটি সংগঠন।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'সেন্টার ফর কালচারাল সেন্টার এন্ড ট্রেনিং' থেকে বৃত্তি পেতে শুরু করেঊ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এ দেশে এবং বাংলাদেশ কিছু পুরস্কার পায়ঊ ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী এবং শিশু বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ দফতর 'আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েটিভ চাইল্ড উইথ ডিসএবিলিটি' বিভাগে পুরস্কার দেয়ঊ এখন ওর বয়স প্রায় ১৭।

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের 'বালশ্রী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' এবং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর 'বাল শক্তি পুরস্কার' পেয়েছেঊ রাষ্ট্রপতি ভবনে এ কারণে ওর হাতে তুলে দেওয়া হয় এক লক্ষ টাকা, শংসাপত্র, স্যামসাং ট্যাব ইত্যাদিঊ এই দুটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জন্য কোন আলাদা কোটা ছিল নাঊ তা সত্ত্বেও সাধারণ ছেলে মেয়েদের সাথে প্রতিযোগিতায় নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে।

কোরকের মত অনেক ছেলেমেয়ে বৈজ্ঞানিক বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে জীবনমুখী বিকাশ ও মূল স্রোতে একত্রীকরণের কাজে উপকৃত হচ্ছে নোবেল মিশন অফ সাউথ ক্যালকাটা-র মাধ্যমেঊ প্রায় দুই দশক ধরে এই দায়িত্ব পালন করছেঊ বুধবার সংস্থার সচিব লীনা বর্দন জানান, এই শিক্ষার্থীদের অনেকের ডাউন সিনড্রোম ছাড়াও আছে অতি চঞ্চলতা এবং নানা রকম সমস্যাঊ এদের সম্ভাবনা তৈরী করতে এমন ভাবে জীবনদক্ষতা শেখানো হয় যাতে তারা অন্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে হাতে কলমে কিছু শেখার সুযোগ পায়ঊ এতে তাদের জীবিকা নির্বাহের সহায়ক হয়।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্ম হলে সেই পরিবারকে অনেক যন্ত্রণার

পাথারকান্দির মৈনা-চেরাগিবাজারে নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্বোধন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিগত কয়েক বছর থেকে সমগ্র উপত্যকা জুড়ে অবৈধ ড্রাগস কারবারি ও ড্রাগস সেবনকারীদের দখলে চলে গিয়েছে। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম যুবসমাজ এই জীবন ধ্বংসকারী ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। যুব সমাজকে সর্বনাশা নেশার আসক্তি থেকে উদ্ধার করতে "মহিমা ফাউন্ডেশন" নামের একটি সামাজিক সংস্থা এগিয়ে এসেছে। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত মৈনা-চেরাগিবাজারে একটি নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে বুধবার।

সমাজের নেশাগ্রস্ত বিপথগামী যুব সমাজকে সাক্ষাৎমৃত্যুর মুখ থেকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাই হলো এই ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য। সামাজিক সংগঠন মহিমা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রটি গড়ে ওঠায়, ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন সমগ্র জেলার সুশীল সমাজ। যুব সমাজকে সর্বনাশা নেশার কবল থেকে উদ্ধার করতে আজকের দিনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকেও বেশি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে নেশামুক্তি কেন্দ্রের। তবে শুধুমাত্র নেশামুক্তি কেন্দ্রের দ্বারাই বৃহৎ এই দায়িত্বশীল কাজের সমাধান করা সম্ভব নয়। সমাজের সচেতন এবং বিবেকবান জনগণকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। নেশামুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিস্বে প্রেড ফাউন্ডেশনের সভাপতি মওলানা এটিএম জাকারিয়া কাসিমি এই কথাগুলি বলেন।

প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য আবু বক্কর সিদ্দেকি প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বলেন, নেশাদ্রব্য সেবনে কোনও ধর্মেরই সায় নেই। নেশাগ্রস্তদের সমাজচ্যুত ধরে নেওয়া হয়। কিন্ত তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রয়েছে সমাজের সচেতন জনগণের। সমাজের নেশাগ্রস্তদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে মহিমা ফাউন্ডেশন যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। সেই সঙ্গে এই মহৎ কাজে যে কোনও ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানান আবু বক্কর সিদ্দেকি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ চেরাগিবাজার সংলগ্ন অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক লাগোয়া একটি বিলাসবহুল দ্বিতল বিশিষ্ট ঘরে মহিমা ফাউন্ডেশন পরিচালিত নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। কেন্দ্রের মূল ফটকে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মওলানা এটিএম জাকারিয়া কাসিমি, এলাকার প্রবীণ নাগরিক হাজি আব্দুল ওয়াজিদ, হাজি আবু বক্কর সিদ্দেকি, মামুন রশিদ খান-সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উদ্বোধনী পর্ব শেষে হাজি আবু বক্কর সিদ্দেকির পৌরোহিত্যে ও মামুন রশিদ খানের পরিচালনায় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অন্যতম উদ্যোক্তা তথা মহিমা ফাউন্ডেশনের সচিব সোহেল আহমেদ আমন্ত্রিত অথিতিদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করেন।

সভায় এটিএম জাকারিয়া কাসিমি ও আবু বক্কর সিদ্দেকি ছাড়াও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেন বারইগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি আতাউর রহমান, প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি এবাদুর রহমান, মঞ্জুরুল হক, জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জাইজুল হুসেন, কেন্দ্রের সচিব সোহেল আহমেদ প্রমুখ। আজকের আলোচনা সভায় বারইগ্রাম-চেরাগি ছাড়াও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় নেশা দ্রব্য ড্রাগস মদ গাঁজা ইত্যাদির অবৈধ ব্যবসা ও সেবনকারীদের চিহ্নিত করে আইনের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রের অন্যতম উপদেষ্টা মামুন রশিদ খান নতুন নেশামুক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রটির উদ্দেশ্য সবিস্তারে আলোচনা সভায় তুলে ধরে বলেন, সম্পূর্ণ উন্নতমানের চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে নেশাগ্রস্তদের শুশ্রূসার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও কাউন্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে। উন্নত পরিকাঠামো বিশিষ্ট কেন্দ্রটিতে প্রাথমিক অবসায় পঁচিশ জন নেশাগ্রস্তের থাকা-খাওয়া-সহ যাবতীয় সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনে ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বাড়ানো হবে। কেন্দ্রের উদ্দেশ্য সফল করার পাশাপাশি সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে এলাকার সর্বস্তরের জনগণের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপসিত ছিলেন জামিল আহমেদ, সাজার হুসেন, আফজালুর রহমান প্রমুখ বহুজন।

বুধবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি ন্যাশনাল মিমি এয়ার্ড অনুষ্ঠান মঞ্চে। ছবি- পিআইবি।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

স্কুলে পড়বার আগের বয়সী শিশুদের যত্ন (Care of the Pre-School Child)

।। ডা. সত্যজিৎ চক্রবর্তী ।।

আমরা ১-৪ বছর বয়সী বাচ্চাদেরকেই সাধারণত বলে থাকি এখনও স্কুলে পড়বার বয়স হয়নি। বহু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা গেছে এইসব শিশুদের স্বাস্থ্য এবং সামাজিক দিকের কথা অনেক পরে ভাবা হয়েছে। আজকাল ভাবা হচ্ছে যে এদের জন্যে আমাদের আরও বেশি যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন অনেক বেশী। এদের দিয়েই যে কোন দেশের সামাজিক উন্নয়ন বোঝা যায়।

এইসব শিশুরা (১-৪বছর) সংখ্যায় সমগ্র জনসংখ্যার ৯.৭ শতাংশ আমাদের দেশে। এর বেশিরভাগই গ্রামাঞ্চলে এবং জনজাতি অংশে বাস করে। এদের জন্য বিশাল স্বাস্থ্য সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা দরকার। এইসব বাচ্চারাই ভবিষ্যতের নাগরিক। সমস্ত জাতির উন্নয়নের জন্যে এদের উন্নতি অবশ্যই দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের প্রতি যত্ন আমরা প্রায়ই সঠিকভাবে নিই না।

এদের (১-৪ বছর) মৃত্যুর হার সমস্ত মৃত্যুর মধ্যে ২.৪ শতাংশ। এতে বেশী মৃত্যু হয় ইনফেকশনে বা অপুষ্টিতে। এরা অত্যন্ত অসহায়। আমাদের দেশে অপুষ্টিতে মৃত্যু হয় ৩.৯ শতাংশ সমস্ত মৃত্যুর মধ্যে। এসব চিন্তা আমাদের আরো বিষন্ন করে তোলে। এসব শিশু কতোজন যে অসুস্থ হয় তার সংখ্যা এখনও আমরা জানি না। তবে বেশিরভাগ শিশুরাই অপুষ্টি বা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন হয়ে অসুস্থ থাকে, তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ কমে যায়। খুব বেশি করে যারা পি ই এম এ ভুগছে তাদের সংখ্যা ৫.৬ শতাংশ, আর কম পি ই এম এ ভুগছে ৪০ শতাংশ ছেলেমেয়েরা। পি ই এম হলে তার সাথে রক্তাল্পতা, চোখে কম দেখা ইত্যাদিও হয়ে থাকে। আমাদের সামাজিক অবস্থায় এদের মধ্যে পাতলা পায়খানা, ডিফ্থেরিয়া, ধনষ্টংকার, হুপিংকাশি, হাম এবং অন্য ধরনের গায়ের লাল লাল দাগ হওয়া জ্বর, চামড়ায় এবং চোখে ইনফেকশন এবং পেটে ক্রিমির উপদ্রব, বেশি দেখা যায়। অন্তত শতকরা ৫ ভাগ শিশু অত্যন্ত গরিব ঘরের হয়, যাদের মধ্যে ভিটামিন এর অভাব আমরা দেখি। দুর্ঘটনাও খুব ঘটে এই বয়সে যেমন পুড়ে যাওয়া বা আঘাত পাওয়া বাড়িঘরের মধ্যেই। ক্রমশ রাস্তায় দুর্ঘটনাও বাড়ছে। কিছু কিছু রোগ এমন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় না। কিন্তু ওদেরকে পঙ্গু করে দিতে পারে (অন্ধত্ব, অবশ হওয়া হাত, পা)। কিছু কিছু রোগ অনেক পরে দেখা যায় (হার্টের রোগ বা মানসিক বিকাশের অভাব)। বহু উন্নয়নশীল দেশেই প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ বাচ্চাদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। বেশিরভাগ কারণই ওজনে কম হওয়া আর ঠিকভাবে উষ্ণতা না পাওয়ার কারণে। বহু লেখক এসব বিবরণ দিয়েছেন।

বৃদ্ধি ও বিকাশ — ৫-৬ বছরের বাচ্চাদের মধ্যে এই বৃদ্ধি ও বিকাশ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সে সঠিকভাবে বাড়লেই তো সে বড় হয়ে সঠিক কাজ করতে পারবে। এই পর্যায়ে যে কোন রকমের অসুবিধে হলে (অপুষ্টি, ইনফেকশান) বড় হয়ে এরা নানা অসুবিধেয় পড়ে। কিছু কিছু অসুবিধে তো সারাজীবন ধরে থাকে। এরা অত্যন্ত বেশি বিপদে পড়তে পারে শারীরিক ও মানসিক ভাবে এই বয়সটাতে। এদের রক্ষা করা সমাজের কর্তব্য। একটি কোলের বা দুধের বাচ্চাকে খুব সহজে দেখা যায়, একটু বড় হলেই অসুবিধে হয় তার স্বাস্থ্য নিয়ে দেখাশোনা করার। বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এদের দেখাশোনার জন্য যেমন ড্রাই ক্রেয়ার সেন্টার, ইত্যাদি যাতে এসব শিশুদের এক জায়গায় জড়ো করে, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যায়। অনেক মা বাবাই ৫-৮ কিলোলিটার হাঁটতে চান না বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য। একটু হাঁটছে যে বাচ্চারা, যাদের নিয়ে যাওয়া যায়, এদের জন্য দূরত্ব আরো একটু কম করলে ভাল হয়। শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যা আটকানোর ব্যবস্থা শিশুর খাদ্য, ইনফেকশন যা তাকে অসুস্থ করে তোলে, বড় হবার পরও এইজন্যে এরা ভোগে বেশি। অনেক সমস্যাই আমরা আটকাতে পারি যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা যায়। যেমন বড় হলে দাঁতের সমস্যা ছোট বেলাতেই এর চিকিৎসা করে আটকানো যায় বড় সমস্যায়।

স্ট্রেপটোকক্ক্যান ইনফেকশন যদি আগে ভাগে চিকিৎসা করা যায় তাহলে শিশুটি রিউস্যাটিক হার্ট ডিজিজে ভুগবে না। মোটা হওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ এবং অনেক ধরনের মানসিক রোগও আগে ভাগে চিকিৎসা করলে ভাল হয় বা বাড়াবাড়ি হয় না। অনেক ধরনের হাড়ের সমস্যা বড়দের থাকলে দেখা যায় যে জন্মের পরে কিশোর সময় বা অনেক রোগ যেগুলির চিকিৎসা করা হয়নি, শিশু বয়সে তার জন্য আমাদের এই সমস্যা।

এই বয়সের শিশুরা আমাদের কাছে সামাজিক ও স্বাস্থ্যের সুযোগ পায় যা তারা বলতে পারে না। এই সুযোগ যেন অবশ্যই আমরা তাদের দিতে পারি, সেইভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

তৈমুরকে বিদেশে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাচ্ছেন করিনা, সইফ? এটাই ঐতিহ্য নবাব পরিবারে

দ্য ওয়াল ব্যুরো: পতৌদি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য তৈমুর আলি খান সেই ছোট্টবেলা থেকেই বিখ্যাত। তার চলা, বলার সব খবরই বিদ্যুত গতিতে ভাইরাল হয়। তাকে নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই বি টাউনে। সেই জল্পনা মুহূর্তে ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। এবার এমনই এক খবর ঘিরে ফের শিরোনামে ছোট্ট তৈমুর। জানা যাচ্ছে, লন্ডনের একটি বোডিং স্কুলে ভর্তি করা হবে অভিজাত পতৌদি পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য তৈমুর আলি খানকে। লন্ডনে লেখাপড়া এই পরিবারে নতুন নয়, বরং এটাই ঐতিহ্য নবাব পরিবারের। সেই ঐতিহ্য মেনেই পড়াশুনা করতে লন্ডনে যাবে সাইফ আলি খান ও কারিনা কাপুর খানের ছেলে তৈমুর। পতৌদি পরিবারের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, পতৌদি পরিবারে এরকমই হয়ে এসেছে বরাবর। সাইফের বাবা মনসুর আলি খান পতৌদি ইংল্যান্ডেই পড়াশুনা করেছিলেন। তার ছেলে সাইফ এবং মেয়ে সাবা ও সোহা আলিও পড়াশুনা করেছেন ইংল্যান্ডে। সাইফের প্রথম স্ত্রীর মেয়ে সারা

এবং ছেলে ইব্রাহিম আলিও সেখানে বোর্ডিং স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। সেই ধারা মেনে এবার তৈমুরের পালা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর, তৈমুরকে শিগগিরই লন্ডনের একটি বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা হবে। তবে পতৌদি পরিবারের সূত্র এমন খবরের সত্যতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি। অনেক বলছেন বোর্ডংয়ে পাঠানো হবে এটা ঠিক কিন্তু সেটা এখনই নয়। ১২ কিংবা ১৩ বছর বয়স হওয়ার পরেই। তবে তৈমুরের বাবা সাইফ তার আদরের ছেলেকে মোটেও এখনই দূরে পাঠাতে আগ্রহী নন। সম্প্রতী এক সাক্ষাতকারে এনিয়ে মুখও খুলেছেন তিনি। সেখানেই জানিয়েছে কেরিয়ারের দিকে নজর দিতে গিয়ে প্রথম দুই সন্তান সারা ও ইব্রাহিমের সঙ্গে সেভাবে সময় কাটানোর সুযোগ হয়নি তার। তৈমুরের ক্ষেত্রে তিনি সেটা হতে দিতে চান না। এখনই বোর্ডিংয়ে না পাঠিয়ে বরং আরও একটু সময় দিতে চান। এখন দেখার বাবার ইচ্ছা না পরিবারের ঐতিহ্য কে জেতে।

দীপিকাকে পরামর্শ দেব না, আমি হলে টুকরে গ্যাংয়ের পাশে থাকতাম না: কঙ্গনা রানাওয়াত

দীপিকা পাড়ুকোনের জেএনইউতে যাওয়া নিয়ে অভিনেত্রীকে অনেকেরই রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল। তবুও নিজের অবস্থান থেকে সরেননি ছপক অভিনেত্রী। এবার তাঁরই সহকর্মী কঙ্গনা রানাওয়াত এ নিয়ে এতদিন বাদে মুখ খুললেন। তিনি দীপিকার উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন যে দীপিকার অধিকার রয়েছে তিনি কি করবেন কিন্তু তাঁর কখনই উচিত হয়নি জেএনইউতে যাওয়া এবং ''টুকরে গ্যাং''-এর পাশে দাঁড়ানো।ফোনে কথা বললে পুলকার চালকদের লাইসেন্স বাতিল করবে রাজ্য পরিবহন দপ্তরসম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে ''কুইন'' অভিনেত্রী জানান যে দীপিকার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে তাঁর পছন্দকে বেছে নেওয়ার এবং এই পছন্দ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা তাঁর জন্য অনুচিত হবে। কঙ্গনা বলেন, ''যেটাই হয়ে থাকুক না কেন আমি কখনই সেখানে যেতাম না এবং টুকরে গ্যাংয়ের পাশে দাঁড়াতাম না। যারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছে আমি তাদের কখনই সমর্থন করতাম না। জওয়ানরা যখন মরছে তখন যারা উল্লাস করছে আমি এমন মানুষদের ক্ষমতা বা ক্ষমতায়ন দিতে চাই না। আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাই না। সুতরাং, আমি কী বলতে চাই তা বলতে পারি তবে তাঁর কী করা উচিত সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করতে চাই না।''ছবির সাফল্য গুণগত মানের ওপর''ছপক'' মুক্তির দুই-তিনদিন আগে দীপিকা জেএনইউ ক্যাম্পাসে আহত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে যান। অভিনেত্রীর এই একটি পদক্ষেপই তাঁকে চরম সমালোচনার মুখে ঠেলে দেয়। এমনকী অনেকেই তাঁর ছবি ''ছপক'' বয়কট করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আওয়াজ তোলেন। টুইটারে হ্যাশট্যাগ দিয়ে ''বয়কটছপক'' ট্রেন্ড হয়ে যায়। এই হ্যাশট্যাগ প্রসঙ্গে কঙ্গনা জানান, একটা ছবির সাফল্য নির্ভর করে তার গুণগত মানের ওপর, এ ধরনের কোনও বিষয় তাতে প্রভাব ফেলে না। কঙ্গনা আসলে বলতে চেয়েছেন যদি ছবিটি ভালো হয় তবে তা শত্রুকেও দেখার জন্য আকর্ষণ করবে।কঙ্গনার আগামী ছবিকঙ্গনাকে খুব শীঘ্রই দেখা যাবে পরিচালক অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারির খেলা সংক্রান্ত ছবি ''পঙ্গা''-তে। এরপর তিনি প্রয়াত জয়ললিতার বায়োপিক ''থালাইভা''-তেও মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই ছবিটি হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় ২৬ জুন মুক্তি পাবে।

জন আব্রাহামের হাত ধরে আসছে মহিলা ক্যাব সার্ভিসের জনকের বায়োপিক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: মেয়ে-ছেলে আবার ট্যাক্সি চালাবে? প্রথমটায় কিন্তু অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু চিরাচরিত সামাজিক চিন্তাভাবনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরেই পুরুষ ট্যাক্সিওয়ালাদের ভীড়ে মহিলাদেরও দেখা গিয়েছিল ট্যাক্সি চালকের আসনে। তিনি রেবতী রায়। প্রতিষ্ঠা করেছেন দেশের প্রথম মহিলা চালিত ট্যাক্সি সার্ভিস। রেবতীর হাত ধরেই দেশের মানুষ পরিচিত হলেন ''হে দিদি''র সঙ্গে। সেই দক্ষিণীকন্যার বায়োপিক এবার তৈরি হতে চলেছে বলিউডে। নেপথ্যে অভিনেতা-প্রযোজক জন আব্রাহাম।রেবতীর প্রয়াসকে অনেকেই সামাজিক যুগান্তকারী হিসেবে তকমা দিয়েছিল। রেবতীর এই প্রয়াসকে চিহ্নিত করেছিল মহিলাদের আরও এগিয়ে যাওয়ার একধাপ হিসেবে। দাপুটে এই নারীর জীবনকাহিনি নিয়ে একটি গোটা বই লিখে ফেলেছিলেন স্বাতী লোধা। স্বাতীর লেখা সেই ''হু ইজ রেবতী রয়'') বইয়ের নেপথ্যেই তৈরি হচ্ছে

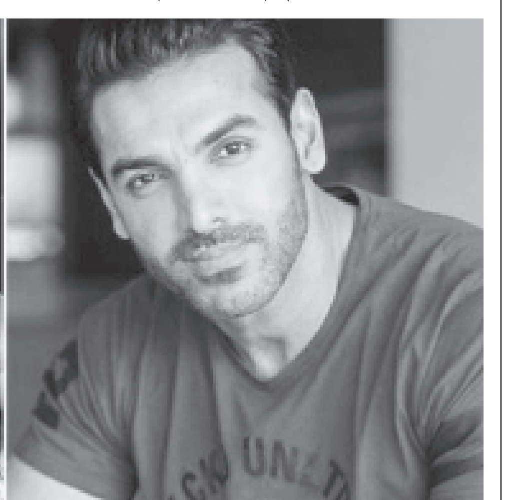

বায়োপিক। যদিও ছবির নাম এখনও ঠিক হয়নি। প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। বলিউডে এখন অবশ্য নারীকেন্দ্রিক ছবিই বেশ ট্রেন্ডিং।মঙ্গলবারই দেশের প্রথম মহিলা চালিত ট্যাক্সি সার্ভিসের প্রতিষ্ঠাতা রেবতী রায়ের বায়োপিকের ঘোষণা হল। প্রযোজনা করছেন অভিনেতা জন আব্রাহাম। তিনি অবশ্য একা নন। জনের জেএ এন্টারটেইনমেন্টসের সঙ্গে রেবতীর বায়োপিকের জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছে আরও দুটো প্রযোজনা সংস্থা- রবি গেরিওয়ালের রেড আইস ফিল্মস এবং অনিল বোহরার ভিকা এন্টারটেইনমেন্টস।রেবতীর বায়োপিক প্রসঙ্গে প্রযোজক জনের মন্তব্য, ''রেবতীর কাহিনি মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। এই ছবি এমন এক নারীর গল্প বলে যিনি ব্যক্তিগত জীবনের ওঠাপড়া সামলেও নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন। রেবতী যেমনই প্রাণোচ্ছল, তেমনই প্রাণশক্তিতে ভরপুর, যিনি কিনা নিজের জীবনের প্রতিটি ধাপে চ্যালেঞ্জ নিতে পিছপা হননি। প্রয়োজনে বার বার ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে উঠেছেন। অসংখ্য দুঃস্থ মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এরকম একজন মহিলার বায়োপিক প্রযোজনা করতে পেরে আমি যারপরনাই উচ্ছ্বসিত।''

নবাবী মেজাজে দেখা দিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

দেবলীনা ব্যানার্জীঃ রোমান্টিক কমেডি সবসময়ই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে থাকে। এমনই একটি কমেডির ইঙ্গিত পাওয়া গেল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির আসন্ন ছবি '' মোতিচুর চাখনাচুর '' এর ট্রেলারে। কমেডির সাথে রোমান্সের তড়কা আর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতার উপস্থিতি। ভিন্ন স্বাদের গল্প আর ভিন্ন স্বাদের জুটি। মোতিচুর এ নওয়াজের বিপরীতে রয়েছেন সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টি।

আথিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে ট্রেলারে। এখন এই নতুন জুটি কি ধামাল করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মুক্তি পাচ্ছে ''মোতিচুর চাখনাচুর''। ছত্রিশ বছর বয়সী পুস্পিন্দর পান্ডে বিয়ের জন্য পাগল। যদিও কথাতেই আছে 'শাদি কা লাড্ডু জো খায়া বো ভি পস্তায়া, অউর জো না খায়া বো ভি পস্তায়া'। তাই বিয়ে না করে আপশোস না করার থেকে বিয়ে করে বিবাহিত জীবনে ভোগাটাই অনেকের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়।এটাই মত পুস্পিন্দর পাণ্ডে ওরফে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিরও। তাঁর কথায়, '৩৬ বছর বয়স তো হল আর কত দিন একা থাকব?' অতঃপর শুরু হয় মেয়ে খোঁজা। ''মোতিচুর চাখনাচুর'' নামে ছবিটি ঠিক এরকমই এক বিয়েপাগল লোকের গল্প নিয়ে তৈরি।অন্যদিকে আথিয়া শেট্টি একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে, যার স্বপ্ন বিয়ের পর সে বিদেশে পাড়ি দেবে বরের সঙ্গে। অতএব, বাড়ি থেকে পাত্র খুঁজলে যেন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রই খোঁজা হয়, এটাই তার একমাত্র চাহিদা। শুধু এনআরআই স্বামী চাই তার, সে দেখতে যেমনই হোক!এমনই এক পরিস্থিতিতে আথিয়ার দেখা হয় পুস্পিন্দর ওরফে নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। সে জানতে পারে যে দুবাইয়ে থাকে পুস্পিন্দর, অতঃপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এরপরই আথিয়ার পরিবারের লোক জানতে পারেন যে পাত্র মোটেই বিদেশে থাকে না। তারপর? আদৌ কি পুসপিন্দর পাণ্ডের বিয়ে করার ইচ্ছেপূরণ হবে? ট্রেলারে তার জবাব নেই, জবাব খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্ত। মজাদার এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দেখা যাবে বিভা ছিব্বের, নওনী পরিহার, বিবেক মিশ্র ও করুণা পান্ডেদের মত অভিনেতাদের।

ভিন্ন স্বাদের গল্প ও ভিন্ন স্বাদের জুটিতে

এঁরাই হলেন নতুন ''পতি'', ''পত্নী'' এবং ''ও''! ছবি মুক্তি ৬ ডিসেম্বর

এই বছর শীতের শুরুতেই বলিউড দর্শক পেতে চলেছেন একটি কমেডি ছবি যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকর ও অনন্যা পাণ্ডে। এই ছবির শুটিং শুরু হওয়া থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছবির কাস্টিংয়ের জন।

ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের পতি-পত্নী জুটি ও তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রে অনন্যা পাণ্ডে নিঃসন্দেহে ছবি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়েছিল। সম্প্রতি ছবির ক্যারেক্টার পোস্টারগুলি প্রকাশ পেতেই ছবি নিয়ে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।এই পোস্টারগুলি তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাঁদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে কার্তিকের চরিত্রের নাম চিন্টু ত্যাগী, যে চরিত্রটি নাকি এক আদর্শ স্বামীর চরিত্র। আর তার স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, চরিত্রের নাম বেদিকা ত্রিপাঠী। মজা করে নিজের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ভূমি যে চরিত্রটি নাকি ইমোশনালি হাই মেনটেনেন্স অর্থাত খুবই অভিমানী, তাই তাকে সব সময় একটু যত্নে রাখতে হয়।

বালা টিমকে আগেই আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম: অভিষেক পাঠকআর ওই পতি ও পত্নীর কেমিস্ট্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে অনন্যা পাণ্ডে-অভিনীত চরিত্রটি যার নামটি এখনও জানা যায়নি।। কিন্তু পোস্টারে লেখা রয়েছে যে ও অগ্নিপথ হ্যায়, ইসসে কোই প্যার না কর পায়া। অর্থাত এমনই তার ক্যারিশ্মা যে তার সঙ্গে কারও প্রেম টিকে উঠতে পারে না।এই হাস্যরসাত্মক ছবিটি তিন তারকার কাছেই একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ কারণ ১৯৭৮ সালের পতি পত্নী অউর ও ছবিটি বলিউড ছবির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে ধরা হয়।

সুস্বাদু যেসব খাবার দাঁতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর

সুস্বাদু অনেক খাবার আছে যেগুলো না খেলে আমাদের চলেই না। প্রক্রিয়াজাত ও রিফাইন্ড চিনি দিয়ে তৈরি খাবার যেমন কোমল পানীয়, ক্যান্ডি, চকলেট, আইসক্রিম, জুস ইত্যাদি দাঁত ও মাড়ির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। মনে রাখতে হবে, প্যাকেটজাত চিপস, সাইট্রাস বা খুব টক জিনিস, মধু, শুষ্ক ফলও দাঁতের জন্য ভালো নয়। চুইংগাম, মিষ্টি বিস্কুট, জ্যাম, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল, চিনি ইত্যাদিও এড়িয়ে চলতে হবে। আর খেলেও ব্রাশ করে, ভালো করে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রচুর জল পান করতে হবে, যাতে মুখে আটকে থাকা খাবারের টুকরো ধুয়ে যায়। খুব ঠান্ডা বা খুব গরম খাবার দাঁতের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে এমন ঠান্ডা বা গরম খাবার পরপর খাওয়া আরও বেশি ক্ষতিকর। মিষ্টি হলেও দাঁত ও মাড়ির জন্য ভালো খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম তাজা ফলমূল। যেমন কলা, পেঁপে, কমলা, আপেল, গাজর, আম, শালগম, ভুট্টা ইত্যাদি। আঁশজাতীয় খাবার এবং আমিষযুক্ত খাবার যেমন পনির, দুধ, বাদাম দাঁতকে মজবুত করে।

''ভাই''-এর নতুন লুক! টিজার আসছে হোলি-তে

সলমন খানের নতুন ছবি, ''রাধে ইওর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই'' মুক্তি পেতে চলেছে চলতি বছরের ঈদে। এই ছবিতে সলমনের নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন দিশা পাটনি। এই ছবিতে আবারও মাচো ম্যানের লুকেই দেখা যাবে সলমনকে।এই ছবিতে আরও একবার প্রভু দেবার পরিচালনায় কাজ করছেন সলমন খান। ছবির শুটিংয়ের সিংহভাগই শেষ কিন্তু এখনও শেষ শিডিউলের কাজ চলছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পরিচালক এই ছবির টিজারের এডিট নিয়ে ব্যস্ত। শোনা গিয়েছে যে ফাইনাল এডিট হয়ে গিয়েছে কিন্তু সলমন না দেখা পর্যন্ত টিজারটি প্রকাশ করবেন না পরিচালক।ঈদের অনেক আগে থেকেই যাতে ছবি নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়, তাই হোলি-তেই টিজার লঞ্চ করার পরিকল্পনা প্রযোজকদের। তার আগে সলমনের এই নতুন লুকটি বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। সলমন খান মানেই ভাই-সুলভ একটা ম্যাচো লুকের প্রত্যাশা থাকে ফ্যানেদের।ওদিকে ছবির নামও তেমন- ইওর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই। সেভাবেই নিজেকে গড়ে-পিটে নিয়েছেন সলমন। আগামী ২২ মে

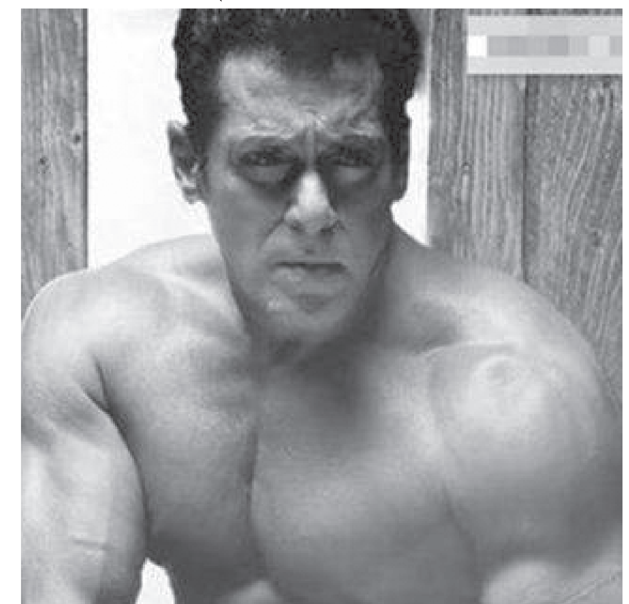

মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। প্রভু দেবা-র পরিচালনা যখন বেশ কিছু ভাল ডান্স সিকোয়েন্সও থাকবে। তাই সলমন ফ্যানেদের উচ্ছ্বাস দিন দিন বেড়েই চলেছে।আগামী সপ্তাহেই পরিচালকের সঙ্গে বসে টিজারটি দেখে চূড়ান্ত রায় দেবেন ভাই। এই ছবিতে সলমন ও দিশা পাটনি ছাড়া প্রধান চরিত্রে রয়েছেন রণদীপ হুদা। অর্থাত জমজমাট জুটি, ঠিক কিক-এর মতোই। কিন্তু ছবিটা দর্শককে কতটা ''কিক'' দেবে, সেটাই এখন দেখার।

শুটিংয়ের ফাঁকে শান্তিনিকেতনে ছবি তুলে ভাইরাল নুসরাত

নুসরত একহাতে সব সামলাচ্ছেন সে। তিনি অভিনেত্রী,সাংসদ, ও স্ত্রী। সব কিছুতেই সময় দিতে হয়। কারণ বাড়ি ফিরে সে নিখিলের স্ত্রী। এদিকে আবার অভিনেত্রী ও তৃণমূলের সাংসদ। এইসব করেও স্যোশাল মিডিয়ায় সক্রিয় সে। তিনি সর্বদা সক্রিয় স্যোশাল মিডিয়ায়। তার সব কিছুই তার ভক্তদের সাথে শেয়ার করে সে।তিনি দেখতে দারুন এটা আর নতুন করে বলার কিছুই নেই। তবে তিনি মেক আপ ছাড়াও দেখতে যে আরো সুন্দর সেটা এবার প্রকাশ পেল। আমরা তাকে অনেক রুপেই দেখেছি। আর তাকে সব পোশাকেই মানায়। কিছুদিন আগে সে এক কালো পোশাকে নজর কেড়েছিল সবার। আর সেটা নিমেষের মধ্যে ভাইরালও হয়েছিল।আমরা এতদিন তাকে একেবারে টিপটাপ লুকেই দেখেছি। তো এবার তাকে প্রথম দেখা গেল ঘরোয়া পোশাকে। এখন সে শ্যুটিং এর জন্য শান্তি নিকেতনে। তো বোগেনভোলিয়া বাগানে হলুদ পোশাক চোখে কালো ফ্রেমের চশমা পরে ছবি উঠেছেন, আর সেটা তিনি শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে। তাকে বিনা মেক আপে অন্য রকম লাগছে। সত্যি তাকে সিম্পলেই বেশী মানায়।তো সেই ছবি এবার আসতেই প্রতিবারের ন্যায় এটাও ভাইরাল হয়েছে। তিনি একজন দক্ষ অভিনেত্রী।

বুধবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতীরমণ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ছবি- পিআইবি।

করিমগঞ্জের কটামণি এলাকায় তীব্র পানীয় জল সংকট, লঙ্গাই নদীর বালুচরে গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ করছেন বাসিন্দারা

বাজারিছড়া (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রচণ্ড পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার অন্যতম পশ্চাদপদ কটামণি এলাকা। পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব তো রয়েইছে, তার ওপর ধোয়াকাচার জন্যও নেই জল। তাই গৃহস্থবাড়ির মেয়েছেলেদের একমাত্র ভরসা খানিক দূরে প্রবাহিত লঙ্গাই নদী। চলছে শুকনোর মরশুম, জল শুকিয়ে বালির চর ভেসে উঠেছে নদীতে। পরিস্রুত জলের অভাবে এলাকায় জলবাহিত রোগেরও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এলাকার জল সংকট দূর করতে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিধায়কের ভূমিকায় অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অনেক দুর্মুখের বক্তব্য, স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল অহোরাত্র নিজেকে অত্যন্ত করিতকর্মা বলে দাবি করে বেড়ান, কিন্তু কাজের বেলায় অশ্বডিম্ব!

পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইপোয়া উন্নয়ন খণ্ডের অধীন অসম-মিজোরাম ও ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী বৃহত্তর কটামণি এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দীর্ঘ দিনের। জলের অভাবে দুর্দশার শেষ সীমায় পৌঁছেছেন এলাকার প্রায় ২০ হাজার মানুষ। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে বিস্তর ক্ষোভ বিরাজ করছে। স্থানীয় গৃহস্থ থেকে গৃহিণীরা আক্ষেপ করে বলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৭২ বছর। অথচ এই অঞ্চলে এখনও একটিও পানীয় জল প্রকল্প নির্মাণ হয়নি। ফলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ধুঁকছেন আম জনতা।

ইতিমধ্যে বহুবার এলাকায় জলবাহিত রোগের প্রকোপে বহু আবালবৃদ্ধবনিতা মায় শিশুরা ভুগেছেন, এখনও ভুগছেন। আমাশয়, ডায়ারিয়ার মতো পেটের অসুখ এলাকার বাসিন্দদের নিত্যসঙ্গী। সময় সময় নির্বাচন হয়। দল বদল হয়, নেতাও বদলে যান, সকলেই ভোটের আগে এসে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন বলে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্যের আর অদল-বদল হয় না।

তবে নিদেন পক্ষে মাঝে-মধ্যে দু-চারটি সরকারি তারাপাম্প, নলকূপের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়। বর্তমানে চলছে শুকনো মরশুম। জলের উৎসগুলিও শুকিয়ে গেছে। এতে দ্বিগুণ সমস্যায় পড়েছেন এলাকার নাগরিকুল। এই অবস্থায় স্থানীয় মানুষের একমাত্র ভরসা লঙ্গাই নদী। দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে নদী থেকে জল সংগ্রহ করতে হয় বহু জনের। সাম্প্রতিককালে নদীর জলও শুকিয়ে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে নদীতে গর্ত খুঁড়ে বাসিন্দাদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

কটামণি কটনপুর এবং সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করেছেন, এখানকার দুরবস্থার বিষয়টি নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য, গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি কিংবা জেলা পরিষদের সদস্যরা খুব ভালোই জানেন। কেননা তাঁরাও এলাকারই বাসিন্দা। তবু উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে তাঁরা কী করছেন তা কেউ জানেন না। তাছাড়া এখানকার জলের সমস্যা সম্পর্কে অবগত স্থানীয় বিধায়কও। তাদের কাছে এলাকার মানুষ একটু পরিস্রুত পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে বেশ কয়েকবার আকুল আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সকলেই নীরব ভূমিকা পালন করছেন, অভিযোগ এলাকার ভুক্তভোগী মানুষের। ভুক্তভোগীদের একমাত্র দাবি, বৃহত্তর কটামণি এলাকার জনগণের স্বার্থে এখানে জনস্বাস্থ্য ও কারগরি বিভাগ কর্তৃক অনন্তত একটি পানীয় জলের প্রকল্প বসানোর জন্য বিধায়ক 'করিতকর্মা' কৃষ্ণেন্দু পাল একটু আন্তরিক হলেই তাঁরা বেঁচে যান।

তুফানগঞ্জে প্যাঙ্গোলিন সহ ধরা পড়ল চারজন

তুফানগঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একটি প্যাঙ্গোলিন সহ ধরা পড়ল চারজন। মঙ্গলবার রাতে বিএসএফ ও বন দফতরের আধিকারিকরা যৌথ অভিযানে নামেন।

তুফানগঞ্জের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাউকুঠিতে সীমান্ত এলাকা থেকে প্যাঙ্গোলিন সহ চারজনকে আটক করা হয়। পাচারের উদ্দেশ্যেই তারা প্যাঙ্গোলিনটিকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিল বলে মনে করছেন তদন্তকারি আধিকারিকরা। স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য বুধবার ওই চারজনকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে সভা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সামনেই পুরভোট। আর তার আগে তৃণমূল কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে নতুন স্লোগান তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। "আমি-আপনি নয়, আমরা সবাই"।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতায় কাউন্সিলর, বিধায়ক, সাংসদ সহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সভা। এদিন গুজরাটি ভবনে বৈঠক থাকবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী। সম্ভাবনা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকারও। তবে তিনি না থাকলেও তাঁর ওই ভিডিয়ো বার্তার এই বৈঠকের চালানো হবে বলেই সূত্রের খবর। মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার নেতাকর্মীদের সামনে অভিষেকের এই নতুন স্লোগানের ভিডিয়ো চালানো হয়। সভাতে ছিলেন পিকের প্রতিনিধিও। সভা পরিচালনা করেন অতীন ঘোষ। তবে শুধু উত্তর নয়, এই স্লোগান দক্ষিণ, মধ্য সহ গোটা শহর এবং ছড়িয়ে দিতে হবে গোটা রাজ্যে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মেহবুবা মুফতি গৃহবন্দী মামলা জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে নোটিশ ধরাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে গৃহবন্দী করে রাখার মামলায় জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে নোটিশ ধরাল সুপ্রিম কোর্ট। ১৮ মার্চের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। বিগত কয়েক মাস ধরে গৃহবন্দী রয়েছেন মেহবুবা মুফতি। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, তাঁকে পাবলিক সেফটি আইনের ধারা অনুযায়ী গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের করেন মেহবুবার কন্যা ইলতিজা। বুধবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন নোটিশ জারি করা হয়।

এর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাকে গৃহবন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওমরের বোন সারা আবদুল্লা পাইলট। ১৪ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনকে জবাবদিহি করে নোটিশ জারি করা হয়। ২ মার্চের মধ্যে আদালতের সামনে জবাবদিহি দিতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথমে সিআরপিসির ১০৭ নম্বর ধারায় গতবছর ৫ আগস্ট থেকে ওমর আবদুল্লাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি এই বন্দি দশার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে ফের তাঁর গৃহবন্দী থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা পিটিশনে সারা জানিয়েছে সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল হিমাচল, চম্বায় ৩.৬ তীব্রতার কম্পন

শিমলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্কঊ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। বুধবার সকালে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় বুধবার সকালের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হিমাচল প্রদেশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৭.৫৮ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, চম্বা জেলায় ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ তবে, ভূমিকম্পের জেরে হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়।

সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য কুমারপাড়াতে

বড়দিঘি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এক সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার হল জলপাইগুড়ির কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তদিঘি কুমারপাড়াতে। বুধবার সকালে শিশুর দেহটি পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

মালবাজার থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। মাল থানার ওসি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জোট চূড়ান্ত করে দ্রুত পুরভোটের প্রচারে নামতে চায় বামেরা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে পুরভোটে জোট চূড়ান্ত করে দ্রুত পুরভোটের প্রচারে নামতে চায় বামফ্রন্ট ।সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার ভোটে ইতিমধ্যে গোটা ৪৫ আসনে লড়ার অভিপ্রায় জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। তার মধ্যে গত পুরভোটে তাদের জেতা পাঁচটি এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা ২৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের মনের মতো ৩০-৩২টি আসন পেলে সংখ্যা নিয়ে কোনও জেদাজেদির জায়গায় যাবে না বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন দলের জেলা কংগ্রেসের নেতারা ।সিপিএম-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বুধবার বলেন, আমরা আগামী ২৭ তারিখ জেলা বামফ্রন্টের বৈঠকে এ নিয়ে বিশদে আলোচনা করব। তারপর আনুষ্ঠানিক ভাবে ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন নিয়ে জোট বৈঠক হবে। মঙ্গলবার কলকাতা পুরভোটে আসন রফা নিয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্ব প্রাথমিক আলোচনা সারে। প্রমোদ দাশগুপ্ত ভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে কংগ্রেসের তরফে ওয়ার্ড নম্বর উল্লেখ করে তাদের আগ্রহের তালিকা বামেদের কাছে দাখিল করা হয়েছে।

শহিদ মিনারের প্রাঙ্গণ পরিদর্শণে গেলেন বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রবিবারের প্রস্তাবিত সভার সমাবেস্থল ঘুরে দেখতে বুধবার দুপুরে বিজেপি-র কিছু শীর্ষ নেতা শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে যান।

ছয়ের পাতায়

ত্রাণ নিয়ে উহানে গেলো বায়ুসেনার বিমান

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় চিনের উহান প্রদেশে ১৫ টন চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে উড়ে গেল ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান সি-১৭ গ্লোবমাস্টার। সেখানে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করার পাশাপাশি বন্ধু দেশগুলি নাগরিকদেরও উদ্ধার করবে এই বিমান।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে পট্টনায়ক জানিয়েছেন, চিনের উহান প্রদেশে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে উড়ে গিয়েছে সি-১৭ গ্লোবমাস্টার। প্রায় ১৫ টন চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ভারতীয় নাগরিক এবং বন্ধু রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হবে। বৃহস্পতিবার ভারতে ফিরে আসবে গ্লোবমাস্টার। মারণ এই রোগে চিনে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে ২৭১৫ জন। আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮০৬৪।

জালনোট উদ্ধার, ধৃত ৩ পাচারকারী

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, (হি.স.) : উন্নতপ্রযুক্তিতে ছাপা জালনোট উদ্ধার হল কলকাতার ময়দান থানার অধীন মেয়ো রোড অঞ্চল থেক।

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) গোয়েন্দারা এই পাচারের দায়ে গ্রেফতার করেছেন মুহাম্মদ শাহিদ (৩৪), মুহাম্মদ সালিম সেখ (৩৬) , আঞ্জর সেখ (৩৬) নামে তিনজনকে। এসটিএফ সূত্রের খবর, ধৃতরা বিহারের বাসিন্দাঊ সেখানকারই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত। অভিযুক্তরা গতকাল শহরে আসে ১০০টি ২০০০ টাকা ও ৬০০ টি ৫০০ টাকার জাল নোট সঙ্গে নিয়ে। এর পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। রাতে গোয়েন্দারা অভিযুক্তদের জালে ফেলে।

বুধবার তাদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করানো হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে জালনোট পাচার, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, সংঘবদ্ধভাবে অপরাধ সংগঠিত করা সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যে কোনও লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম বায়ুসেনা ভাদোরিয়া

শ্রীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): যে কোনও লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতে সক্ষম ভারতীয় বায়ুসেনা। বালাকোট এয়ারস্ট্রাইকের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এমনই জানিয়েছেন বায়ুসেনা প্রধান আরকেএস ভাদোরিয়া। বুধবার আরকেএস ভাদোরিয়া জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে যে কোনও লক্ষ্যবস্তু সেটা গভীরে হতে পারে অথবা কাছে বায়ুসেনা আঘাত হানতে সক্ষম। পুলওয়ামা হামলার মতো ঘটনা হলে যোগ্য জবাব দিতে তৎপর বায়ুসেনাঊ

রাফাল যুদ্ধবিমানের প্রশংসা করে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, রাফাল গেম-চেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে। অন্য যুদ্ধবিমানের সঙ্গে যখন রাফাল উড়বে তখন পুরোপুরি ভাবে বায়ুসেনার এক ঐক্যবদ্ধ রূপ ফুট উঠবে। একই ভাবে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে ভারতীয় বায়ুসেনা যে সব দিক থেকেই এগিয়ে রয়েছে তা মনে করিয়ে দেন তিনি।

"দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে" দিল্লি প্রসঙ্গে পার্থ

কলকাতা,২৬ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): জ্বলছে দিল্লি। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়েছে দিল্লির জাফরাবাদে । দিল্লির ঘটনা দেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করছে অকপট শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে পার্থ বাবু আরও বলেন , 'যে সব দৃশ্য দেখছি তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। এতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে । সবটা আইন দিয়ে হয়না ঊমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিও দরকার । মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আর অভাব বলেই এই ঘটনা ঘটছে । আমার মনে হয় কেন্দ্রের সব পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে অবিলম্বে এসব বন্ধ করা উচিত। আবেদন করব কোন হিংসা সাথে জড়িত হবেননা। প্ররোচিত হবেননা শান্ত থাকুন'।

প্রসঙ্গত ,সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়েছে জাফরাবাদে। অভিযোগ উঠছে ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার পন্থা এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ । এর আগে শাহিনবাগে এই নিয়ে প্রতিবাদ হয়। এবার তারই প্রতিফলন জাফরাবাদে। একদিকে যেমন সিএএ-র বিরোধিতায় পথে নেমেছে হাজার হাজার মানুষ, অন্যদিকে আইনের সমর্থনেও অনেকে সরব হয়েছে। আন্দোলন প্রতিহত করতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছে পুলিশ। বিক্ষোভের আঁচে কার্যত তপ্ত উত্তর পূর্ব দিল্লি। একাধিক জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ইয়েচুরিকে রাজ্যসভায় পাঠাতে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সায়

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সিপিএমের বঙ্গ নেতৃত্ব রাজ্য পার্টির স্বার্থে সীতারাম ইয়েচুরিকে রাজ্যসভায় পাঠাতে চায়। বুধবার দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে এব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা দিল্লিতে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে বঙ্গ নেতৃত্ব। আগামী ১৪-১৫ মার্চ পলিটব্যুরোর বৈঠকে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, রাজ্যসভায় সীতারাম ইয়েচুরির ব্যাপারে কং হাইকমান্ডের সর্বশেষ অবস্থানের খবর জেনে সিপিএম বাড়তি তৎপর হয়েছে। কিন্তু দলের সাধারণ সম্পাদক পদের পাশাপাশি সীতারাম কীভাবে রাজ্যসভার সদস্যের দায়িত্ব পালন করবেন, সে নিয়ে সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্বের ভিতরে প্রশ্ন রয়েছে। গঠনতন্ত্রে লিখিতভাবে তেমন কোনও কড়াকড়ি না থাকলেও প্রথা মেনে একই ব্যক্তিকে দুটি পদে থাকার সুযোগ দেয় না দল। এই নিয়ম মেনে ইয়েচুরির রাজ্যসভায় যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধী লবির নেতারা আগেও একবার বেঁকে বসেছেন। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সংসদে দলের করুণ হাল বিবেচনা করে এবার ইয়েচুরির জন্য এই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা বাধা হয়ে যাতে না দাঁড়ায়, সেজন্য আলিমুদ্দিন কোমর বেঁধে নামছে। এবিষয়ে প্রায় বছরখানেক ধরে সূর্যকান্ত মিশ্র'র বিরোধী দলনেতা এবং রাজ্য সম্পাদকের দুই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার কথাও উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে তারা। আজ, বুধবার সে ব্যাপারে এ রাজ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা।

করোনা-আতঙ্ক : দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ইতালিতে না যাওয়ার পরামর্শ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিনের পর এবার করোনাভাইরাস আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ইতালিতেও। হু হু করে বাড়ছে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। মারণ কোভিড-৯ ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যুও হয়েছে অনেকেরঊ এমতাবস্থায় ভারতীয় নাগরিকদের দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ইতালিতে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকঊ একইসঙ্গে গত ১০ ফেব্রুয়ারির পর থেকে দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ইতালি থেকে ভারতে আগতদের ১৪ দিনের জন্য চিকিতার পাশপাশি নজরদারিতে রাখতে বলা হয়েছেঊ ওই তিন দেশ থেকে ভারতে আগতরা করোনাভাইরাস সম্পর্কে ১১-২৩৯৭৮০৪৬ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরেই করোনা-আতঙ্ক বিরাজমান দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান ও ইতালিতে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ইতিমধ্যেই করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। আক্রান্ত হয়েছে ১,১৪৬ জনঊ প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যাঊ ইরান ও ইতালিতেও বাড়ছে মৃত্যু।

রাজস্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ল বাস, ২৪ জন বরযাত্রীর মৃত্যু

বুন্দি (রাজস্থান), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানের বুন্দি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে মেজ নদীতে পড়ে গেল বরযাত্রী বোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ২৪ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও ৫ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মৃত ২৪ জনের মধ্যে ১০ জন মহিলা এবং তিনটি শিশু রয়েছেঊ বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুন্দি জেলার লাখেরি শহরে কোটা-লালসোট মেগা হাইওয়েতে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল অথবা যাচ্ছিল একটি বাসঊ ওই বাসে কমপক্ষে ৩০ জন বরযাত্রী ছিলেন। লাখেরি শহরে কোটা-লালসোট মেগা হাইওয়ের উপর থেকে যাওয়ার সময়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজ থেকে মেজ নগীতে পড়ে যায় বাসটি। দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বুন্দি জেলা কালেক্টর অতর সিং জানিয়েছেন, বাসে সওয়ার যাত্রীরা কোটার দাদাবাড়ি এলাকা থেকে সওয়াই মাধোপুরে যাচ্ছিলেন। সকাল দশটা নাগাদ ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন মহিলা এবং তিনটি শিশু-সহ ২৪ জন, আহত হয়েছেন ৫ জন।

কাশ্মীরের সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভাল : কে জে এস ধিল্লন

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকার সার্বিক পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত ভাল। অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেতাদের নির্মূল করা হয়েছে। বুধবার এমনই দাবি করলেন চিনার কর্পস কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে জে এস ধিল্লন। ধিল্লন এদিন জানিয়েছেন, 'কাশ্মীর উপত্যকার সার্বিক পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত ভালঊ অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেতাদের টার্গেট করে নির্মূল করা হয়েছে।

ধীরে ধীরে হলেও শান্তি ফিরেছে কাশ্মীরে, কিন্তু পাকিস্তান ফের অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে, এমনই দাবি করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে জে এস ধিল্লন জানিয়েছেন, 'কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসায়, শান্তির পরিবেশকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান এবং ভারতীয় ভূখণ্ডে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। সন্ত্রাসাবাদীদের অনুপ্রবেশে সহায়তা করার জন্যই, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তান।' কে জে এস ধিল্লন আরও জানিয়েছেন, 'সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘনের যথাযোগ্য জবাব ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানকে। প্রতিদিনই ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে সন্ত্রাসবাদীরা, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করছে ভারতীয় সেনা।

পুলওয়ামার একাধিক জায়গায় এনআইএ অভিযান, গ্রেফতার সন্দেহভাজন

পুলওয়ামা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার তিনটি জায়গা গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালালো জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে নথি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বুধবার সকালে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ। পুলওয়ামার করিমাবাদ, কসবার এবং কাকপোরায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। জৈশ জঙ্গি জাহিদ শেখ সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তে নেমে

ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলা সিটি সেন্টারে সিপিআই সদর বিভাগীয় পরিষদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

সাস্থ্য সাথী নিয়ে সাধারন মানুষের সঙ্গে দ্বিচারিতা করছে পুরশাসক, অভিযোগ বিরোধী কাউন্সিলরদের

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): পুরভোট যত এগিয়ে আসছে তত পুরভবনের অন্দরের কোন্দল আরও দৃঢ় হয়ে উঠছেউ বাড়ছে স্বজন পোষণের অভিযোগউ এক্ষেত্রে স্বজন পোষন বলতে তৃণমূলের পুরপ্রতিনিধিদের কথা বোঝানো হচ্ছেউ একপ্রকার ইচ্ছে করেই অন্ধকারে রাখা হচ্ছে বিরোধী কাউন্সিলরদেরউ এমন অভিযোগই করছেন বিরোধীরা।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভায় গোপনে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্যসাথী সংক্রান্ত এক বৈঠক। সেখানে ডাকা হয়নি কোনও বিরোধী ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের। এমনকি জানাজানি হওয়ার ভয়ে উপস্থিত ছিলেন না স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে। আর সেই খবর জানতে পেরে প্রতিবাদে সোচ্চার হন বিরোধী ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা।

শাসক শিবিরের কাউন্সিলরদের কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বিলির খবর আগে থেকেই আছে। অনেক ওয়ার্ডে ফর্ম বিলির দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গিয়েছে। ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ১২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান সুশান্ত কুমার ঘোষ জানান, আগামী দুই তিনদিনের মধ্যেই তাঁর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড দেওয়ার জন্য ফর্ম বিতরণ শুরু হবেউ তবে এখনও বিরোধী ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা অন্ধকারে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত বলেন, "সাধারন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে পুরশাসক। সাধারন মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি করছে বর্তমান রাজ্য সরকার"উ এই বিজেপি কাউন্সিলরের কথায়, "এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনাউ আমাদের হাতে স্বাস্থ সাথী কার্ডের কোনও ফর্ম দেওয়া হয় নাউ বরো চেয়ারম্যান নিজেই বিলি করবেন বলে জানান আমাদেরউ পরে ওনার দলের ছেলেরা টাকা নিয়ে সেই ফর্ম বিলি করেউ আমি প্রতিবাদ করে সেই প্রথার বদল করে নিজে বিলি করেছিলাম ফর্ম কিন্তু এবার এখনও কিছুই জানানো হয়নিউ পুরো বিষয়টা নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনীতি করা হচ্ছে এর ভোগান্তি সাধারণ মানুষ এই পথে হবে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেউ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর আয়ুষ্মান ভারতকে এরাজ্যে মান্যতা দেওয়া হয়নি রীতিমতো গরিব মানুষের সঙ্গে খেলা করছে এই সরকার"।

অপরদিকে পুরসভার বিজেপি ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অশোক সিনহা বলেন, "এটা পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র চালানো হচ্ছে স্বাস্থ্য সাথী সুফল রাজ্যের সব নাগরিকের পাওয়া উচিত বেছে বেছে বিরোধী কাউন্সিলরদের ভোটে দেওয়া হচ্ছে নাউ দেখা গিয়েছে বরো চেয়ারম্যান নিজেই নিজের ওয়ার্ডে ফর্ম বিলি করেছেন বা অন্য শাসক গোষ্ঠীর কাউন্সিলরের ওয়ার্ডে ফর্ম বিলি করা হয়েছে কিন্তু বিরোধীদের ওয়ার্ডে বিলি করা হয়নিউ যার ফলে কলকাতা নাগরিকরা বঞ্চিত হচ্ছে এটা একটা ঘৃণ্য রাজনীতিরউ এর তীব্র প্রতিবাদ করছি"।

বাম কাউন্সিলর রত্না রায় মজুমদার বলেন, "সার্ভে হয়েছে শুনেছি কিন্তু আমাকে কিছু জানানো হয়নিউ কোনও নির্দেশিকা পাঠানো হয়নি এ বিষয়েউ এর আগেও এক প্রকল্পের সময় আমাদের ওয়ার্ড বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারপর আমি প্রতিবাদ করে চিঠি দিয়েছিলামউ আবার যদি না হয় প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেবউ তবে এই ধরনের প্রকল্প কাউন্সিলর এর মাধ্যমে রূপায়ণ করা হয়ে থাকে এটা একটা চলতি প্রক্রিয়া"।

পোলবা কান্ডে অবশেষে গ্রেফতার অপর এক পুলকার চালক

হুগলী,২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার পোলবার পুলকার কাণ্ডে অবশেষে গ্রেফতার গাড়ির চালক পবিত্র দাস। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি পোলবায় দুর্ঘটনার করলে পরে একটি পুলকার। শ্রীরামপুর থেকে চুঁচুড়ার একটি নামী বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম আসছিল ওই পুলকারটি।

ঘটনায় ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ঋষভ সিংয়ের। এখনও কলকাতা পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দিব্যাংশু ভগৎ। ঘটনায় গাড়ির আসল চালক শেখ শামীম আখতার বর্তমানে পুলিশের জালে। পুলিশ তদন্তে নামে জানতে পারে মাঝপথে শামীমের কাছ থেকেই গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে পবিত্র দাস। ঘটনার পরে গুরুতর জখম হয় পবিত্রও। একদিন পবিত্র কল্যাণীর জহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ছিল। এদিন সকালে সুস্থ হয়ে ওঠায় পবিত্রকে ছুটি দিয়ে দেয় হাসপাতাল আর হাসপাতাল থেকেই তাকে গ্রেফতার করে পোলবা থানার পুলিশ। এরপর তাকে পুলিশি হেফাজতে চেয়ে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে তাকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজথের নির্দেশ দেয় আদালত।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঠিকেদারের

● **প্রথম পাতার পর**

গেছে, ওনার চার কন্যা সন্তান ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। তার মধ্যে চার কন্যা সন্তানেরই বিয়ে হয়ে গেছে। বর্তমানে বাড়িতে কৃষ্ণধন দাস ও তার স্ত্রী এবং পুত্র বসবাস করেন। ওনি পেশায় শ্রম ঠিকেদার। কৃষ্ণধন দাসের এক ভাই জানিয়েছেন তার বাড়িতে কোন এক বিষয়ে পারিবারিক ঝামেলা চলছে। ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও তার স্ত্রীর সাথে ঝামেলা হলে স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই দেখা যায় উনার ঘরের টিনের ছাউনির উপর দিয়ে আগুনের ধোঁয়া বের হচ্ছে। সাথে সাথেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে চিৎকার করতে করতে বাড়ির সামনের একটি বালির স্তূপের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কাতরাতে থাকেন। জানা গেছে, তিনি নেশাও করতেন। এলাকাবাসী আগুন নিভিয়ে দমকল অফিসে খবর দিলে ছুটে যায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তারপর নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। খবর পেয়ে তাদের বাড়িতে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশও। বিশালগড় থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এর পেছনে কি রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

আব্দুল

● **প্রথম পাতার পর**

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, আব্দুল হাসিম মায়ানমার থেকে ড্রাগ পাচার করত। মায়ানমারে তার নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে। তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সে দেশের কুখ্যাত নেশা কারবারি কিয়াও কিয়াও নাইং ওরফে আব্দুল রহিমের। তার বিরুদ্ধে থাউবাল থানায় ৯৪ (৮) ২০১৯ নম্বরে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছিল। গত বছরের ২৪ আগস্ট পুলিশ জেলার ফউডেল খেইরামবি এলাকায় এক অভিযান চালিয়ে তার হেফাজত থেকে ৪৪ লক্ষ টাকার ডব্লিউওয়াই ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল।

রহস্য

● **প্রথম পাতার পর**

রুমা দাস বৈদ্যের বাবা ছুটে আসেন এবং এয়ারপোর্ট থানায় টেলিফোনে বিষয়টি জানান। কিন্তু তাদের অভিযোগ, খবর পেয়েও পুলিশের কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি। বরং দ্বিতীয় দফায় টেলিফোনে বিষয়টি জানানো হলে পুলিশ তাদের এজাহার দাখিলের করার পরামর্শ দেয়। এ-বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানার ওসি জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক চ্যানেলে খবর দেখে তারা তদন্তে নেমেছেন। কোনও অভিযোগ তাদের কাছে জমা পড়েনি। স্বাভাবিকভাবে, পুরো ঘটনাকে ঘিরে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তবে, গুলি চালানোর ঘটনায় স্থানীয় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

যুবসমাজ

● **প্রথম পাতার পর**

চলছে জুয়ার রমরমা ব্যাবসা। কতিপয় কিছু লোক অর্থ উপার্জনের জন্য যুবসমাজকে জুয়া খেলার নেশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আধুনিক যুগের ছোয়ার ফলে মোবাইলের মাধ্যমে চলছে জুয়ার আসর।

অভিযোগ প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে রাত্র পর্যন্ত চলে এই ধরনের খেলা। অনেকের অভিমত মাসিক লেনদেনের মাধ্যমে সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে কিছু সংখ্যক লোকজন। অপরদিকে লক্ষীছড়া এলাকার জুয়ার আসর নিয়ে গুঞ্জন রয়েছে। বাইখোড়া থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শান্তিরবাজার মহকুমার যুবসমাজের ধ্বংস অনিবার্য বলে অভিমত স্থানীয়দের।

রাজ্য পুলিশের

● **প্রথম পাতার পর**

ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন তিনি। ওই সময় তার ঘরে বৃদ্ধা মা ছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর ছেলে আত্মহত্যা করতে চলেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। ওই ঘটনায় পুরো পুলিশ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযান

● **প্রথম পাতার পর**

দোকানের গোডাউনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে সেন্ট্রাল রোডে এক মাংস বিক্রেতাকে প্লাস্টিক ব্যাগ করার জন্য পুর পুর পরিষদ থেকে তার সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান মহকুমা শাসক। এদিকে আগামীদিনেও এই অভিযান বহাল থাকবে বলে জানান আধিকারিকগণ।

শাহিন বাগ মামলার পরবর্তী শুনানি ২৩ মার্চ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বহু চেষ্টা করেও দিল্লির শাহিন বাগের আন্দোলনকারীদের দমানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত দুই মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সঞ্জয় হেগড়ে ও সাধনা রামচন্দ্রণ নামে দুই মধ্যস্থতাকারী প্রতিবাদীদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। জট খোলার আশা অবশ্য তৈরি হয়েছে। শাহিন বাগ থেকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) সিএএ-প্রতিবাদীদের সরাতে মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টেউ বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানি শেষে, আগামী ২৩ মার্চ পর্যন্ত শুনানি পিছিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। পরবর্তী শুনানি হবে ২৩ মার্চ। প্রসঙ্গত, সিএএ-র প্রতিবাদে দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চলছে শাহিনবাগে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে শিশুও রয়েছে। আন্দোলনের জেরে দীর্ঘ দিন ধরে শাহিন বাগের ওই এলাকায় কার্যত রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন দিল্লিবাসী। এভাবে রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্ন তুলে আদালতে মামলা দায়ের হয়। বুধবার সেই মামলার শুনানি ২৩ মার্চ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

গ্রেফতার সন্দেহভাজন

পাচের পাতার পর

এই তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এনআইএ। ধৃতের কাছ থেকে কম্পিউটার, মোবাইল-সহ অন্যান্য জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, জম্মুর নাগরোটার টোল প্লাজায় সম্প্রতি জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি বিনিময় হয়। এই সংঘর্ষে জাহিদ শেখের নাম প্রকাশ্যে আসে। পুলওয়ামা জেলার করিমাবাদের বাসিন্দা এই জঙ্গির ভাই শোয়েব মঞ্জুর এখন এনআইএ-র হেফাজতে রয়েছে। নাররোটার ঘটনার তদন্তে নেমে এই তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ।

বিজেপি নেতারা

পাচের পাতার পর

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার সেখানে সমাবেশে ভাষণ দেবেন। আজ এই পরিদর্শকদলে ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশ, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য রাহুল সিনহা, বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত। এ ছাড়াও ছিলেন সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শীর্ষ রাজ্য নেতা। প্রস্তাবিত সমাবেশ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় বিজেপি নেতৃত্ব সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। হেস্টিংসে সেন্টয়জর্জেস গেটে ওই বৈঠকে দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায় ছাড়াও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র থাকার কথা।

আগরতলা বইমেলার

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে কেন বেরোতে পারবেনা সেই প্রশ ছুড়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট-এ উন্নীত করার কথা বললে কেউ কেউ আছেন এর অর্থ বুঝতে চাননা। গতানুগতিক কিছু কাজ আছে সেটা সবসময়ই হয়ে থাকে। এটি নতুনত্বের কোন উদাহরণ নয়। যেমন এম জি এন রেগার কাজ। এতে আগেও যেমন কাজ হয়েছে এখনও হচ্ছে। এম জি এন রেগায় এখন শ্রমদিবস বেড়েছে। এটা পারদর্শিতার একটা নিদর্শন। কিন্তু তা মডেল স্টেট-র উদাহরণ হতে পারেনা। এবার গতানুগতিক রীতির বাইরে গিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরে বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা মেলা ঘিরে এত বেশী সংখ্যক মানুষের সমাগম হতে পারে তা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে মডেল স্টেট-র নমুনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাতে অবিচল থাকতে হয়, তবেই সাফল্য আসে। ইতিবাচক মানসিকতার পাশাপাশি কাজ করার সদিচ্ছা থাকলে সমস্ত কিছুতেই সফলতা আসে। সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে আজ হাঁপানীয়াবাসী নতুন ইতিহাস তৈরী করেছেন। ৮ই মার্চ পর্যন্ত সমস্ত বইপ্রেমীরা বইমেলায় আসবেন বলে আশা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গাছের নীচে বসে শান্তিনিকেতনে যদি লেখাপড়া করা যায় তবে হাঁপানীয়ায় কেন বই প্রেমীরা আসতে পারবেননা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বই আমাদের মনের সবচেয়ে বড় খোরাক। শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়ের স্বাদ যারা পেয়েছেন তারা যেমন কলকাতায় যেতে পারেন আবার হাঁপানীয়ায়ও আসতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিপুরার পর্যটন বিকশিত হচ্ছে। এফ সি আই-র মাধ্যমে ক'ষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হচ্ছে। ক'ষকরা ধানের মূল্য বেশী পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৫৬ হাজার পরিবারের কাছে অটল জলধারা প্রকল্পে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে। এটাই হচ্ছে মডেল স্টেট-র উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনগুলিতে ত্রিপুরার আরও পরিবর্তন আসবে। রাস্তার পরিকাঠামো থেকে শুরু করে রোজগারের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ তৈরী করা হচ্ছে। স্বাভিমানী মানসিকতা ত্রিপুরার মধ্যে তৈরী হয়েছে। উত্তর-পূর্বা'লের মধ্যে ত্রিপুরাই হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যৎ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে জনতাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। এন সি ই আর টি'র সিলেবাস চালু সহ ২২টি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বইমেলা ত্রিপুরাবাসীর প্রাণের মেলা। বর্তমান সরকার নতুনভাবে নতুন আঙ্গিকে বইমেলা করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, যতদিন সভ্যতা আছে মানুষ ততদিন বই পড়বেই। প্রশ হলো কি বই পড়বে। আমরা চাই মানুষ প্রথাগত বই মানে কাগজে ছাপা বই পড়ুক। কাগজে ছাপানো বই পড়লে পাঠকের সঙ্গে লেখকের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ই-বুকের সঙ্গে এভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেনা। তবে সব মাধ্যমেরই ইতিবাচক নেতিবাচক দিক রয়েছে। ই-বুকেরও ইতিবাচক দিক রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, একথা সত্যি প্রথাগত বই চ্যালে'রে মুখে। এজন্যই আমরা বইমেলার আয়োজন করছি। বইকে জনপ্রিয় করতে চাইছি। প্রথাগত বইয়ের প্রতি যুবক-যুবতীদের আরও উৎসাহিত ও আক'ষ্ট করতে হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, হঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে এই প্রথম বইমেলা হচ্ছে। এখানে আরও বড় আকারে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় আসা যাওয়া করার জন্য বিনামূল্যে বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন কিছু করার মধ্যেই সৃষ্টি আছে, অগ্রগতি আছে। তিনি সবার কাছে বই কিনতে, বই পড়তে ও বই পড়াতে আহ্বান জানান। সম্মানিত অতিথি রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরায়ত। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবেই। বই হচ্ছে 'ান পিপাসু মানুষের ত'প্তির সরোবর। তিনি বলেন, শুধু আগরতলাতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তাতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা আগামী বছর ৩৯তম বইমেলার জন্য তাকিয়ে থাকব।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, যতদিন মানুষের 'ানের চাহিদা থাকবে ততদিন বইও থাকবে। আর বই নিয়ে মেলাও হবে। বইমেলা হচ্ছে লেখক পাঠক প্রকাশকদের সরস্বতীর মণ্ডপ। এখানে ভাবনার বিনিময় হবে। নতুন নতুন চিন্তা জন্ম নেবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রস্তাব দেন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই পড়ার জন্য লাইবেরী আওয়ার্স থাকতে হবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে আরও জনপ্রিয় করতে হবে। তাতে বইয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ জন্মাবে। তিনি বলেন, বই হলো আমাদের আনন্দের উৎস। তিনি বলেন, অনুবাদ সাহিত্যকে আরও বেশি করে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, বাংলা সাহিত্য ককবরকে, ককবরক বা অন্য সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ একে অপরের কথা জানতে পারবেন। আমাদের ঐক্য সংহতি আরও সুদৃঢ় হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বইমেলা 'ান সাধনের তীর্থভূমি। অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, প্রতি বছরই আমরা বিভিন্ন উৎসবে অংশ নেই। এরমধ্যে আগরতলা বইমেলাও রয়েছে। বইমেলা লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও বইপ্রেমীদের কাছে একটি প্রধান উৎসব। এরজন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। তিনি বলেন, প্রত্যেক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে। তাদের উৎসাহিত করতে বইমেলার আয়োজন। তিনি আশা প্রকাশ করেন নতুন পরিসরে নতুন আঙ্গিকে সবাই বইমেলায় আসবেন, বই কিনবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পৃথ্বীরাজ সিং-এর লেখা 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় : জীবন ও দর্শন' গ্রন্থটি, তথ্য সংস্ক'তি দপ্তরের 'গোমতী' ম্যাগাজিন এবং 'বইমেলা মরণিকা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মে' বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিমি মজমদার, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব শৈলেশ সিং। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বইমেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ যেসব স্টলের উদ্বোধন করেন সেগুলি হল বইমেলার থিম প্যাভিলিয়ান-'আমার ত্রিপুরা আমার সংস্ক'তি', জনগণনা এস ই জে এ এন কল্যাণ, ফটো গ্যালারী ও মিডিয়া সেন্টার, ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা রাজ্য শাখার স্টল, মন্থন, উদ্বর্দ্ধনী সাহিত্য সম্ভারের স্টল।

আতঙ্কের রাজধানী

● **প্রথম পাতার পর**

তবে পুলিশের সমালোচনা করলেও, দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে শাহিন বাগ নিয়ে এ দিন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়নি শীর্ষ আদালত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দেন বিচারপতি জোসেফ।

উত্তর-পূর্ব দিল্লির সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। দিল্লি পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও, পরিস্থিতি শান্ত করতে পারছে নাউ পুলিশ কর্মীরা নিজেদের আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলছেন। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে সেনাবাহিনী নামানোর আবেদন জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এমনকি কারফিউ জারি করা উচিত বলেও জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার সকালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইট করে লিখেছেন, 'পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও পরিস্থিতি শান্ত করতে পারছে না। সেনাবাহিনী নামানো উচিত এবং অবিলম্বে হিংসা কবলতি এলাকা-সহ অন্যত্র কারফিউ জারি করা উচিত। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি লিখিতভাবে জানাচ্ছি।'

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার সতর্কতা জারি করা হয়েছে দিল্লি সংলগ্ন উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায়। বুধবার সকালে গৌতম বুদ্ধ নগর জেলার জেলাশাসক বি এন সিং জানিয়েছেন, দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে, দিল্লি সংলগ্ন গৌতম বুদ্ধ নগর জেলায় সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বুধবার দিল্লি থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে নয়ডাতেও সমস্ত মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালীন গত সোমবার গোকুলপুরী এলাকায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন শাহদরার ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (ডিসিপি) অমিত শর্মা। পাথরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিলেন তিনিউ চিকিতার পর এখন বিপদমুক্ত রয়েছেন ডিসিপি অমিত শর্মা। ইতিমধ্যেই ডিসিপি অমিত শর্মার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ডিসিপি-র শারীরিক অবস্থারও খোঁজ নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পদত্যাগও দাবি করেছেন সোনিয়া। বুধবার সকালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র দফতরে বৈঠকে বসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি। ওই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সোনিয়াউ সাংবাদিক সম্মেলনে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসার নেপথ্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে, দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় জনগণও তা দেখেছেন। বিজেপির অনেক নেতাই ভয় ও বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি করার জন্য উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিল।'

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়ী করে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই দায়ী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।' দিল্লি সরকার এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকেও সমানভাবে দায়ী করেছেন সোনিয়া। সোনিয়ার কথায়, 'শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য প্রশাসনকে সক্রিয় করা দরকার ছিল, কিন্তু তা করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এবং দিল্লি সরকারও সমানভাবে দায়ীউ কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের ব্যর্থতার কারণেই রাজধানীতে এমন বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটেছে।'

সোনিয়া গান্ধী এদিন আরও বলেছেন, 'বিগত ৭২ ঘন্টা ধরে পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি, হেড কনস্টেবল-সহ ১৮ জনের মৃত্যু (মৃতের সংখ্যা এখন ২৭) হয়েছে, শতাধিক মানুষ হাসপাতালে, অনেকেই গুলিবিদ্ধ। উত্তর-পূর্ব দিল্লির রাস্তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে হিংসা বজায় রয়েছে।' উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সাম্প্রতিক এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা। বুধবার প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, 'হিংসায় লিপ্ত হবেন না, দিল্লির জনগণের কাছে এটাই আমার অনুরোধ। উত্তর প্রদেশে আমাদের কর্মীদেরও শান্তি বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেছি, কোনওভাবেই কেউ যেন হিংসায় লিপ্ত না হয়।'

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে সোনিয়া গান্ধীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভড়েকর। জাভড়েকর বলেছেন, 'সোনিয়া গান্ধীর বিবৃতি দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। নোংরা রাজনীতি এবং সরকারকে দায়ী করার পরিবর্তে শান্তির পরিবেশ কীভাবে ফিরে আসবে তা সুনিশ্চিত করা উচিত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। এই হিংসা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়।' জাভড়েকর আরও বলেছেন, 'তাঁর বলছেন অমিত শাহ কোথায় ছিলেন। মঙ্গলবারই সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেখানে একজন কংগ্রেস নেতাও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মনোবল বাড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কংগ্রেসের এই ধরনের বিবৃতি পুলিশ কর্মীদের মনোবলে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।'

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিবাসীর কাছে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'দিল্লির সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে। শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পুলিশ এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলি।' প্রধানমন্ত্রী টুইট করে আরও লিখেছেন, 'আমাদের আদর্শের মূলেই রয়েছে শান্তি ও সম্প্রীতি। দিল্লির প্রতিটি ভাই-বোনের কাছে আমার অনুরোধ সর্বদা শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখুন। দ্রুততার সঙ্গে শান্তি ফিরে আসুক এটাই কামনা করছি।'

৫ জন শ্রমিকের

আটের পাতার পর

সকাল পাঁচটা নাগাদ শাহবাদ-আসফপুর সড়কে বন্দার গ্রামের কাছে শাহবাদ থেকে আসা একটি বাসের সংঘর্ষে বেলেরো গাড়ির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে গাড়িটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালক-সহ ৫ জনেরউ গুরুতর আহত অবস্থায় ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ

● **প্রথম পাতার পর**

এতোদিন। আজ সাফল্য মিলেছে।

পুলিশের এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তবে স্থানীয়দের দাবি পুলিশ যেন এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। কারণ বিভিন্ন সময় দেখা যায়, পুলিশ কিছুদিন পরপর এরকম অভিযান চালালেও পুলিশি অভিযানের ঠিক পরদিন থেকেই আবার পুরোদমে অবৈধ মদ তৈরি হতে শুরু করে। সেক্ষেত্রে পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে আর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এলাকা জুড়ে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পুলিশের এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন। পুলিশ প্রশাসন তাই কোনভাবেই এসবকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। জেলায় সবকটি থানাকেই মদ বিরোধী অভিযানে শামিল হতেও নির্দেশ দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার।

পানিসাগরে

● **প্রথম পাতার পর**

পর্যন্ত নৈশকালীন প্রহরায় ছিলেন বাবলি রানি দেব। পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে ডিউটিতে আসেন সিক্তা রানি দাস। এরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মঙ্গলবারের পর বুধবার তাকে আর হোষ্টেলে দেখতে পাওয়া যায়নি।

এই খবর ছড়িয়ে পরতেই গোটা মহকুমা জুরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। নিখোজ ছাত্রীর পিতা ছুটে আসে। তবে নিখোজের বিষয়ে কোন সদুত্তর দিতে পারেনি স্কুল কতৃপক্ষ। সাথে সাথে পরিবারের পক্ষ থেকে পানিসাগর থানায় মৌখিকভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়।ঘটনা সলে উপসিত হয় পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমা। তিনি স্কুল কতৃপক্ষ থেকে শুরু করে নিখোজ ছাত্রীর পরিবারোর সাথে আলোচনা ক্রমে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়। স্কুল ইনচার্জ মৃলার নাথ বিষয়টি নিয়ে ভীষন চিন্তিত। নিখোজ ছাত্রির সহপাঠীদের কাছ থেকে জানা গেছে ছাত্রিটি হোষ্টেলের নিয়ম অমান্য করে লুকিয়ে লুকিয়ে মোবাইল ব্যাবহার করত। তাই প্রাথমিক তদন্তে প্রনয় ঘটিত ব্যাপার থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই বিষয়টি নিয়ে পানিসাগর থানা ব্যাপক তল্লাশি অভিযানে নেমেছে। তবে হোষ্টেলের নিরাপওার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বর্তমানে হোষ্টেলটিতে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রি রয়েছে। এত বিশাল পরিমান ছাত্রিনিবাস সামলাতে হয় মাএ একজন প্রহরী দিয়ে। জন্মলগ্ন থেকেই স্কুল এবং হোষ্টেলের চারিদিকে কোন বাউন্ডারির ব্যাবস্থা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। প্রতিনিয়ত উৎকন্ঠার মধ্যে হোষ্টেলটি চালিয়ে যেতে হচ্ছে। নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক শিক্ষিকা। এই মর্মে পানিসাগর থানা একটি মিসিং ডায়েরি করে তদন্ত জারি রেখেছে বলে জানা গিয়েছে।

াঙ্গন

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলীর বায়োপিক নিয়ে করণ জোহর দাদার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বললেন

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত বেশকিছু মহান খেলোয়াড়ের জন্ম হয়েছে। এই খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন কিছু খেলোয়াড় রয়েছেন যাদের নিয়ে গত কিছু বছরে একের পর এক বায়োপিক তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন থেকে শুরু করে প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি আর সেই সঙ্গে কিংবদন্তী ব্যাটসম্যান শচীন তেন্ডুলকরের উপরেও বায়োপিক তৈরি হয়েছে।সৌরভ গাঙ্গুলীর জীবন নিয়েও বায়োপিক বানানোর প্রস্তুতিএই সমস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে এটা তো নিশ্চিত যে আগামী কয়েক বছরে বর্তমান ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির উপরও বায়োপিক তৈরি হবে। তো অন্যদিকে ভারতীয় ক্রিকেটের দিক বদলে দেওয়া অধিনায়কদের মধ্যে একজন সৌরভ গাঙ্গুলীর উপরও বায়োপিক তৈরি হওয়া বাদ যাবে কেন? ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের বর্তমান সভাপতি আর ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি যোগদানকে কখনো ভোলা যাবে না। আর এটাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৌরভ গাঙ্গুলীর উপরে বায়োপিকের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।একতা কাপুর তৈরি করতে চান সৌরভ গাঙ্গুলীর বায়োপিক, করণ জোহর বললেন

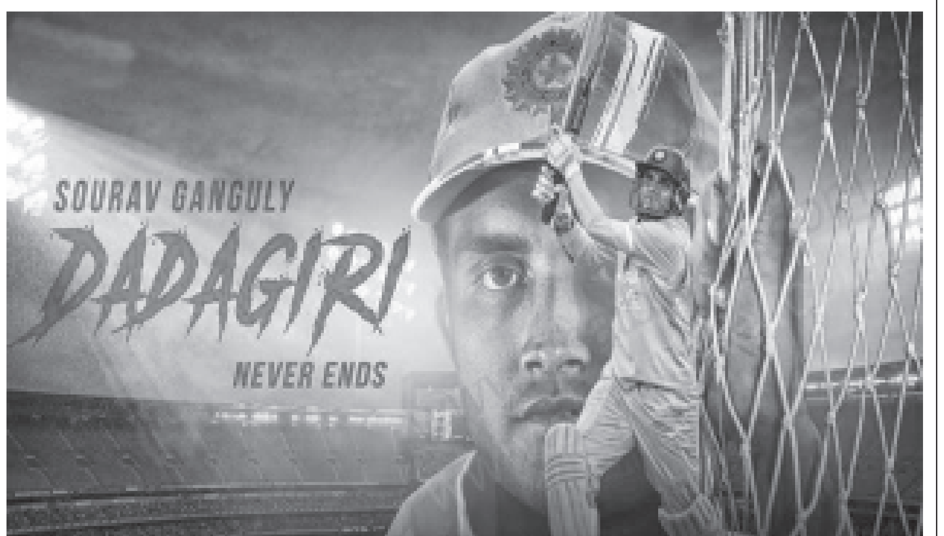

দাদার সঙ্গে কথাবার্তাসৌরভ গাঙ্গুলীর ভারতীয় ক্রিকেটে একজন অধিনায়ক আর একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে অভূতপূর্ব যোগদান রয়েছে আর এই কারণে এই মুহূর্তে তার জীবন নিয়ে ফিল্ম তৈরি হওয়ার আলোচনা জোরদারভাবে চলছে। সম্পতিই সৌরভ গাঙ্গুলীকে যখন তার ভূমিকা কে পালন করবেন সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তো তিনি ঋত্বিক রোশনের নাম বলেছিলেন। বলিউডের ফিল্মমেকার একতা কাপুর সৌরভ গাঙ্গুলীর উপর বায়োপিক তৈরি করার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মুম্বাই মিররের রিপোর্টের কথা মানা হলে একতা কাপুরের সঙ্গেই করণ জোহর সম্প্রাতই সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে বায়োপিক নিয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলেছেন। করণ জোহর সৌরভ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথাবার্তা চলালীন তার ব্যাপারে জানার চেষ্টা করেছেন।নিজের বায়োপিক নিয়ে দাদা বললেন এই কথাযখন সৌরভ গাঙ্গুলীর কাছে বায়োপিক তৈরি করার জন্য করণ জোহর একতা কাপুরের নাম নেন তো দাদা বলেন যে,'ইনি কী একতা কাপুর? তাহলে হ্যাঁ, উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন আর আমরা একবার এই ব্যাপারে কথা বলেছি। এরচেয়ে বেশি আর কিছু করা হয়নি। আমি কখনোই এটা নিয়ে বায়োপিকের ব্যাপারে ভাবিনি। তবে খেলার বায়োপিকের আয়োজন করা হচ্ছে। যদি সময় থাকে তো কেউ আমাকে নিয়েও একট বানিয়ে ফেলবে। আশা রয়েছে যে মানুষ ফিল্মে আগ্রহ দেখাবে'।গাঙ্গুলীকে বলিউড ফিল্মের একটি বিশেষ প্রশংসকও মনে করা হয়।

তিনি বলে বলেন যে, 'আমার এমএস ধোনির বায়োপিক ভালো লেগেছে। তেন্ডুলকরের বায়োপিক সামান্য আলাদা ছিল। এখন আমাদের কাছে ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী দলের উপর একটা ফিল্ম রয়েছে। এটা অনেক বড়ো হবে আর আমি এটা অবশ্যই দেখব। যতদূর আমার বায়োপিকের প্রশ্ন তো আমরা অপেক্ষা করব আর দেখব'।

এবার বিশ্বকাপে হ্যারিদের সামনে কিউই চ্যালেঞ্জ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরপর দুই ম্যাচে জয়। মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে ভারতীয় দল। অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশের পর এবার নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্যে হরমনপ্রীতরা। বৃহস্পতিবার নিউ জিল্যান্ডকে হারাতে পারলেই সেমি ফাইনালে ওঠার দিকে এক পা বাড়িয়ে রাখবে ভারত।বর্তমানে ব্যাটিং এবং বোলিং দুটি বিভাগেই ছন্দে রয়েছেন ভারতীয়রা। ব্যাটিংয়ে যেমন শেফালি ভার্মা, জেমাইমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মারা ঝড় তুলছেন, তেমনই বল হাতে পুনম যাদব, শিখা পাণ্ডেদের ঝকঝকে লাগছে। তবে প্রথম দুটো ম্যাচে রান পাননি হরমনপ্রীত। আশা করা যায় নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ছন্দে ফিরবেন ভারত অধিনায়ক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে স্মৃতি মান্ধানা ফেরায় আরও শক্তিশালী হতে চলেছে ভারতীয় দল।ভাল ফর্মে থাকলেও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সতর্ক টিম ইন্ডিয়া। কারণ কিউইদের বিরুদ্ধে ভারতের সাম্প্রতিক রেকর্ড খুব ভাল নয়। গতবছরই ঘরের মাঠে ব্ল্যাক ক্যাপসের কাছে ০-৩ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারতে হয়েছিল ভারতকে। অবশ্য ভারতীয় দলকে তাতাচ্ছে ২০১৮ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের রেকর্ড। সেই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৩৪ রানে হারিয়েছিল ভারত। অন্যদিকে চলতি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে নিউ জিল্যান্ড। তাই বলাই যায় বৃহস্পতিবার হাড্ডাহাড্ডি একটা ম্যাচের অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

নভেল করোনার জেরে বাতিল হতে পারে টোকিও অলিম্পিক! ক্রীড়ামহলে উতকণ্ঠা

নিজস্ব প্রতিবেদন: করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জের। বাতিল হয়ে যেতে পারে টোকিও অলিম্পিক। একটি সাক্ষাতারে এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কাউন্সিলের সবচেয়ে পুরনো সদস্য ডিক পাউন্ড।

এক সাক্ষাতারে ডিক পাউন্ড জানিয়েছেন টোকিওতে অলিম্পিকের আয়োজনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মে মাসের শেষে নেওয়া হবে। জুলাই মাসে টোকিওতে অলিম্পিক না হলে অন্য কি অন্য কোনও দেশকে আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হবে? এই প্রশ্নের জবাবে ডিক জানিয়েছেন, অলিম্পিক হলে

টোকিওতেই হবে, অন্য কোনও জায়গায় হবে না। তাছাড়া অলিম্পিকের দিনক্ষণও পিছিয়ে দেওয়া হবে না বলেও পরিষ্কার করে দিয়েছেন তিনি।টোকিওতে ২৪ জুলাই থেকে অলিম্পিক এবং ২৫ জুলাই থেকে প্যারাঅলিম্পিক শুরু হওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাসের জেরে চারজন মারা গিয়েছেন জাপানে। যা পরিস্থিতি তাতে মনে করা হচ্ছে এবছর গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ অর্থাতঅলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি!

সবাই দুরে সরে গেলেও বুমরা-শামিদের উপরে আস্থা হারাননি ম্যাকগ্রা

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হতশ্রী পারফরম্যান্স করে প্রথম টেস্ট ম্যাচ হেরেছে ভারত। ভারতীয় বোলিং আক্রমণের সমালোচনা হচ্ছে সর্বত্র।এ রকম পরিস্থিতিতে বুমরা-শামিদের উপরে আস্থা হারাচ্ছেন না প্রাক্তন অজি তারকা গ্লেন ম্যাকগ্রা। তাঁর বিশ্বাস ভারতীয় বোলাররা ঘুরে দাঁড়াবেন।বিরাট কোহালিদের হারের পরে সবাই ''গেল গেল'' রব তুলেছিলেন। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা নখ-দাঁত বের করেন। ম্যাকগ্রা কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, """ভারতীয় বোলিং বিভাগের উপরে আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ওদের অনেকেরই চোট ছিল। চোট সারিয়ে ফিরে এসে (ইশান্ত) শর্মা পাঁচ উইকেট নিয়েছে। বুমরারও চোট ছিল। চোট সারিয়ে ও ফিরে এসেছে। ভারতীয় বোলিং আক্রমণ বিশ্বসেরা। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই।"""ইশান্ত শর্মা নিজেকে যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন। কেরিয়ারের শুরুটা দারুণ করেছিলেন তিনি।

মাঝপথে হারিয়ে গিয়েছিলেন ইশান্ত। ভারতের এই পেসার এখন আরও শাণিত। ম্যাকগ্রা বলছেন, """ইশান্ত অভিজ্ঞ বোলার। গত কয়েক বছরে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ওর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার শেষ হতে বসেছিল। কিন্তু নিজেকে ফিরে পেয়েছে ও। এখন বেশ ভাল বোলিং করছে।"""ইশান্তের পাশাপাশি শামির প্রশংসা করে প্রাক্তন অজি পেসার বলেন, """শামি বেশ ভাল গতিতে বল করছে। বোলার হিসেবে খুবই দক্ষ। শামি জানে কখন কী করতে হবে। শর্ট রান আপে বুমরা আবার দুর্দান্ত।

ব্যাটে শোচনীয় ব্যর্থ, আইসিসির কাছ থেকে খারাপ খবর পেলেন কোহলি

গোটা সফরে বাটে রানের খরা। টি২০, ওয়ান ডে-র পরে টেস্টেও বিরাট কোহলির ব্যাটে রানের দেখা নাই রে! এর মধ্যেই আইসিসির কাছ থেকে খারাপ খবর পেলেন তারকা ক্রিকেটার। টেস্টের একনম্বর ব্যাটসম্যানের সিংহাসন ছাড়তে হচ্ছে বিরাট কোহলিকে। নতুন যে ক্রমতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে এক নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন স্টিভ স্মিথ।ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে কোহলি দু ইনিংসে করেছিলেন ২ ও ১৯। অধিনায়ক দুই ইনিংস মিলিয়ে ২১ রান করার পরে টেস্টেও হেরে গিয়েছে ভারত। ১০ উইকেটের ব্যবধানে। তারপরেই ক্রমতালিকায় বড়সড় রদবদল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শেষ ২০ ইনিংসে কোহলির একটাও শতরান নেই। আপাতত কোহলির পয়েন্ট ৯০৬। ৯১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে স্টিভ স্মিথ।কেকেআরের শুবমানকে এখনই সুযোগ নয়, ব্যর্থ ক্রিকেটারের পাশেই কোহলিএই তালিকায় নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন তিন নম্বর স্থানে রয়েছেন। বেসিন রিজার্ভে ৮৯ রানের ইনিংস খেলার পরে আপাতত কেন উইলিয়ামসনের নামের পাশে যোগ হয়েছে ৩১ রেটিং পয়েন্ট। সবমিলিয়ে কেনের সংগ্রহে ৮৫৩ পয়েন্ট। কোহলি ও স্মিথ ছাড়া গত কয়েক বছরে টেস্টের একনম্বর জায়গা অর্জন করেছিলেন কেন উইলিয়ামসনই। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে মাত্র ৮ দিনের জন্য টেস্টের একনম্বর ব্যাটসম্যান হয়েছিলেন তিনি।যাইহোক, ওপেনার মায়াঙ্ক আগারওয়াল কেরিয়ারের সর্বোচ্চ ১০ নম্বরে উঠে এসেছেন। তাঁর সংগ্রহে ৭২৭ পয়েন্ট। চার থেকে নয় নম্বরে বাকিরা হলেন যথাক্রমে মার্নাস লাবুশানে (৮২৭), বাবর আজম (৮০০), ডেভিড ওয়ার্নার (৭৯৩), জো রুট (৭৬৫), অজিঙ্কা রাহানে (৭৬০) এবং চেতেশ্বর পূজারা (৭৫৭)।বোলিং বিভাগেও ভারতীয়দের পতন অব্যাহত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৩ উইকেট নেওয়া অশ্বিন নয় নম্বর স্থানে নেমে গিয়েছেন। সেরা দশের মধ্যে তিনিই একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি। ক্রমতালিকায় অগ্রগতি হয়েছে দুই কিউয়ি পেসার টিম সাউদি ও ট্রেন্ট বোল্ট। শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন প্যাট কামিন্স।অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে জাদেজা ও অশ্বিন রয়েছেন যথাক্রমে তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে।

সচিন বড় ক্রিকেটার, কিন্তু বাচ্চাদের কিছু শেখায় না! পাক তারকার বক্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন : বেশ কয়েকবার সচিন তেন্ডুলকর তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়েছেন। পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যান বলেছেন, তিনি বোলার সচিনকে সমীহ করতেন। ইনজি বলেছেন, """আর কোনও বোলারের

গুগলি খেলতে আমার তেমন সমস্যা হত না। কিন্তু সচিনের গুগলি খেলতে গিয়ে আমি অনেকবার আউট হয়েছি। সবাই ওকে বড় ব্যাটসমান হিসাবে মনে রাখবে। তবে আমি বলব, সচিন বোলার হিসাবেও দারুন। কখনও ও মিডিয়াম পেসার। কখনও আবার লেগ স্পিনার।"""সচিন তেন্ডুলকরকে নিয়ে নিজের ইউ টিউব চ্যানেলে একটি আস্ত অনুষ্ঠান করেছেন ইনজি। সেখানেই সচিনকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন ইনজামাম। পুরনো কথা বলতে গিয়ে ইনজি বলছিলেন, """১৬ বছর বয়স থেকে বিশ্বের তাবর বোলারদের সামলেছে সচিন। ডেবিউ সিরিজের একটি মাচে মুস্তাক আহমেদকে ছক্কা মারে সচিন। তার পরই আবদুল কাদির সচিনের কাছে গিয়ে বলেছিল, ওকে বাচ্চা পেয়ে মারছো। আমাকে মেরে দেখাও দেখি! কাদিরকে মুখে কোনও জবাব দেয়নি সচিন ঠিক পরের ওভারে কাদিরকে চারটি বাউন্ডারি মেরেছিল সচিন। আমার কাছে সচিন গ্রেট ক্রিকেটার।"""সচিনের ব্যাপারে একটি অভিযোগ রয়েছে তাঁর।ইনজি বলেছেন, """যোগ্যতা ও প্রতিভার কথা উঠলে সচিনের ধারে কাছে কেউ নেই। তবে বাচ্চাদের ক্রিকেট শেখানো উচিত ছিল ওর। ক্রিকেট ছাড়ার পর সচিন একেবারে আলাদা হয়ে গেল। বাচ্চাদের ও আর কিছু শেখায়নি। এটা সচিনের মতো মহান ক্রিকেটারের কাছে আশা করা যায় না। আমার মনে হয়, এখনও সময় আছে। সচিনের এই ব্যাপারে ভাবা উচিত।

ডেভিস কাপ দলে ভরসা সেই লিয়েন্ডার

আগামী মাসের শুরুতেই ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের দ্বৈরথে নামবে ভারত। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে অনুষ্ঠিত হতে চলা সেই টাইয়ে ভারতের অক্রীড়ক অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রোহিত রাজপাল। ছয় সদস্যের সেই ভারতীয় দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ লিয়েন্ডার পেজকেও। বৃহস্পতিবার বলরাম সিংহের নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশন (এআইটিএ) - এর নির্বাচক কমিটি ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে এই টাইয়ের ডাবলস ম্যাচের জন্য বেছে নেন লিয়েন্ডার-সহ তিন খেলোয়াড়কে। যে দলে রয়েছেন রোহন বোপান্না ও দ্বিবীজ শরণ। এর আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নুর সুলতানে আয়োজিত ডেভিস কাপ টাইয়ে খেলেননি বোপান্না ও দ্বিবীজ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই ডেভিস কাপ টাইয়ের সময়ে অসুস্থ ছিলেন বোপান্না। আর দ্বিবীজ তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানের দলে ছিলেন না। এই দু'জন দলে আসায় বাদ পড়লেন জীবন নেদুনচেজিয়ান। ডাবলসে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে লিয়েন্ডার পেজের (১১৭) অঙ্গাগে রয়েছেন জীবন (১০৫) ও পূরব রাজা (৯১)। কিন্তু তাদের পিছনে থেকেও কেন লিয়েন্ডারকে দলে রাকা হয়েছে, তাঁর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলরাম বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা খেলেছিল, তাদের সবাইকে দলে নেওয়া সম্ভব নয়। এর আগে গহত নভেম্বরে মহেশ ভূপতি পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি না হওয়ায়. তার জায়গায় রাজপালকে অক্রীড়ক অধিনায়ক করা হয়। সেই নির্দেশই বহাল রইল। জাগ্রেবে ভারতের ম্যাচ ৬ ও ৭ মার্চ। রাজপাল এই মুহূর্তে ডিএলটিএ-র প্রেসিডেন্টের পদে রয়েছেন। এ দিন ফের ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের অক্রীড়ক অধিনায়ক হিসেবে পুর্নবহাল থাকার পরে রাজপাল বলেন, এআইটিএকে ধন্যবাদ ফের আমাকে এই দায়িত্বে বহাল রাখার জন্য। ইন্ডিয়ান ওপেনে কোয়ার্টার ফাইনালে হারলেন লিয়েন্ডার পেজ। ডাবলসে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে জুটিতে নেমেছিলেন লিয়েন্ডার। তাঁদের ৬-২, ৬-১ হারায় পূরব রাজা এবং রামকুমার রমানাথনের জুটি। পাশাপাশি সিঙ্গলসে হেরে গিয়েছেন প্রজ্ঞেশ গুণেশ্বরনও। লিয়েন্ডার অবশ্য জানিয়েছেন, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু বেঙ্গালুরু এটিপি চ্যালেঞ্জারে তিনি খেলবেন।

অবসর ঘোষণা করলেন শারাপোভা গ্ল্যামার হারাল টেনিস কোর্ট

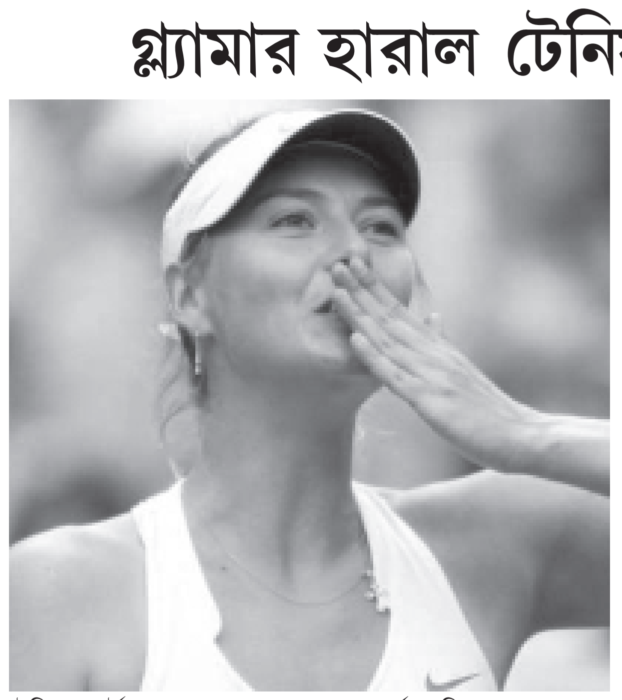

টেনিস কোর্টে আর দেখা যাবে না ''গ্ল্যামার গার্ল'' মারিয়া শারাপোভাকে। পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিয়ে ফেললেন রুশ তারকা। ভোগ অ্যান্ড ভ্যানিটি ফেয়ার ম্যাগাজিনে লেখা প্রতিবেদনের মাধম্যেই তাঁর ভক্তদের হৃদয় ভাঙলেন শারাপোভা। সেই প্রতিবেদনে মাশা লিখেছেন, """টেনিস আমি গুডবাই জানাচ্ছি।""""২০০৪ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সেরিনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে উইম্বলডন খেতাব জিতে নিয়েছিলেন শারাপোভা। তার ঠিক দু'' বছর পরে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জেতেন তিনি। ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেও শেষ হাসি হাসেন ''মাশা''।এ রকম দুর্দান্ত শুরুর পরেও পাঁচটির বেশি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি শারাপোভা। তার প্রধান কারণ সেরিনা উইলিয়ামসের দাপট। মার্কিন টেনিস তারকার পাওয়ার টেনিসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেননি পাঁচটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী রুশ তারকা। কেরিয়ারে যত বার দু'' জনের সাক্ষাত হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শেষ হাসি তোলা ছিল সেরিনার জন্য।বিদায় বেলায় ফেলে আসা দিনের কথা উল্লেখ করে শারাপোভা লিখেছেন, """আমার যখন ছ'' বছর বয়স, তখন আমি বাবার সঙ্গে ফ্লোরিডা চলে আসি। যখন টেনিস খেলতে শুরু করি তখন নেটের উল্টো দিকে দাঁড়ানো সব মেয়েরাই আমার থেকে বয়সে বড় ছিল। টেনিসই আমাকে পরিচিতি দিয়েছিল।"""" নির্বাসন কাটিয়ে ফেরার পরে নিজের সেরা ফর্মের ধারেকাছে ছিলেন না। অবশেষে ৩২ বছর বয়সে টেনিসকে বিদায় জানালেন রুশ সুন্দরী।

Press Notice Inviting e-Tender No. 21 to 22/EE/Engg-CelUSamagra/2019-20
Dated:- 19/02/2020

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from tb,eligible Central State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11/03/2020 for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and biding at application	Class of Bidder
1	Construction of Toilet Blocks in 41 JB/SB/H igh/ H.S.school under Durgachowmuhani,Salema,Dumbumagar, Ambassa, Ganganagar, Dumburnagar, Manu, Chawmanu, Raishyabari of Dhalai District. **DRAFT NIT NO: 39/SE/DSE/ENGG.CELL/2019-20**	1,12,34,000	2,24,680	3(Three) Months	Upto 15.00 Hrs on 11/03/2020	At 12/03/2020 hrs on 15.00 Hrs	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class
2	Construction of Toilet Blocks in 20 JB/SB/High/ H.S.schools under AMC, Dukli, Mohanpur, Bamutia, Belbari under West Tripura District. **DRAFT NIT NO: 40/SEIDS E/E NG G.CEL L/2019-20**	54,80000	109600	3(Three) Months				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.eov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of bid closing With option for Re-submission , wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. De e-procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the schedule date and Fie. Submission of bids physically is not permitted. No negotiation Will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2641/2019-20

Executive Engineer, Engineering Cell
Samagra Shiksha, Shiksha Bhawan, 3rd Floor, Agartala

PNIeT NO- 56/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl No.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNIe-T No. 46/EE/ PWD(DWS)/AMB/2019-20	983250.00	06/03/2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-2658/2019-20

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

The Executive Engineer-I, Office of the Chief Engineer, RD, Gurkhabasti, Agartala invites e-RFP for TPs to impart training for unemployed youth for construction workers at CWTIT, Tripura from eligible bidders upto 3.00 PM of 17/03/2020. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website.

ICA/C-2663/2019-20

Executive Engineer-I
O/o the Chief Engineer
RD Department
Agartala.

Ref No-F.9(82)/RUSA/MBBC/2020/1143
Dated- 20th February, 2020
CORRIGENDUM

This is for information of all the bidders that following amendments are being made in BOQ(Bills of Quantity) (Ref. Tender Notice No.F.9 (82) RUSA/MBBC/2019/1091) in pre-bid response for supply of scientific equipment. The bidders are advised to take into account the following amendment before submission of their bids against this tender.

1. specifications and item for some equipment mentioned in the BOQ(Bills of Quantity) has been changed and uploaded accordingly. If any bidder has already downloaded the BOQ(bills of Quantity), then he/she should download the revised BOQ(Bills of Quantity) before submission of the tender.

ICA/C-2637/2019-20

Principal
MBB College
Agartala

F.No.1(20)/EE/E-CELL/ARDD/WORKS/TENDER/19.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 14/EE/E-CELL/ARDD/ 2019-20/10102-10111, dated, 14/02 /2020.

On behalf of the 'Governor of Tripura' Executive Engineer, E-Cell ARDD, Agartala Tripura West, Invites e-tender (single bid) from the eligible bidders in PWD FORM-7 (SEVEN) up to 3.00 p.m. on 06/03/2020 for the work of Estt & Strengthening of Veterinary Hospitals and Dispensary under " National Livestock Health and Disease Control Programme (NLHDCP)" for details please visit www.tripuratenders.gov.in and https:// ardd.tripura.gov.in.

ICA/C-2647/2019-20

Executive Engineer
E-Cell, ARDD, P.N. Complex
Agartala, West Tripura

No. F. 4(1-1)/CDPO/PNS/2020/1592(II)
Dated, Panisagar, the 17/02/2020
Notice inviting quotation

Sealed quotation in plain paper is hereby invited from the intending Registered Co-operative Society/LAMPS/PACS/ SHGs/Mahila Mandals subject to falling under Panisagar & Dharmanagar Sub-Division area for supply of following Seating materials for use in 305nos AWCs under Panisagar ICDS Project, North Tripura in the current financial year 2019-20 as per specification given below.

Sl No.	Name of Item	Specification	Rate desired for
1.	2.	3.	4.
1.	Platic Chair with arm	Nilkamal, (General Size)	1 no.
2.	Platic Table	RFL, 2.6' X 3.5' size	1 no.
3.	Seating mat (Platic)	Size 5" X 7"	1 no.

The sealed quotation will be received on or before 28/02/2020 (by hand) upto 1.00 P.M. Quotations are likely to be opened on the same day at 3.00 P.M. All the terms and conditions will be available in the office of the undersigned on all working days during office hours.

ICA/C-2653/2019-20

(Abid Hossain)
CDPO
Head of Office & DDO
Panisagar ICDS Project,
Panisagar North Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

হিংসা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়, সোনিয়ার বিবৃতি নিন্দনীয় জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসার নেপথ্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে, দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের সময় জনগণও তা দেখেছেন। বিজেপির অনেক নেতাই ভয় ও বিদ্বেষের পরিবেশ তৈরি করার জন্য উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিল। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে এই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়ী করে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই দায়ী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত।

সোনিয়া গান্ধীর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভড়েকরউ জাভড়েকর বলেছেন, 'সোনিয়া গান্ধীর বিবৃতি দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। নোংরা রাজনীতি এবং সরকারকে দায়ী করার পরিবর্তে শান্তির পরিবেশ কীভাবে ফিরে আসবে তা সুনিশ্চিত করা উচিত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। এই হিংসা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়উ' জাভড়েকর আরও বলেছেন, 'তাঁর বলছেন অমিত শাহ কোথায় ছিলেন। মঙ্গলবারই সর্বদলীয় বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেখানে একজন কংগ্রেস নেতাও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মনোবল বাড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীউ কংগ্রেসের এই ধরনের বিবৃতি পুলিশ কর্মীদের মনোবলে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

রতনলালের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপূর্ব দিল্লির হিংসায় শহিদ পুলিশকর্মী হেড কনস্টেবল রতনলালের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য করবে দিল্লি সরকার। বুধবার এমনই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির রাজ্য সরকারের তরফ থেকে শহিদ পুলিশকর্মীর পরিবারবর্গকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে। এদিন বিধানসভা দাঁড়িয়ে এমন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে রতনলালের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দিল্লির পুলিশ কমিশনার। অন্যদিকে দিল্লিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছেন ২২। জখম ১৮৯।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে উঠে এসেছে ভারত : জগত প্রকাশ নাড্ডা

আজমের, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে উঠে এসেছে ভারত বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফর নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতির আগমন ভারতের জন্য ভাল সংকেত বহন করেছে। তাঁর যাত্রা সফল হয়েছে। এই সফরের পরিমাণ আগামীদিনগুলিতে অনুভূত হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে তীর্থ করতে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্কর এসেছেন জগত প্রকাশ নাড্ডা। নিজের ছেলের বিয়ের পর গোটা পরিবারকে সঙ্গে জগৎপিতা ব্রহ্মাজির পুজো পুষ্করে দিয়েছেন তিনি। সাংবাদিক উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, ব্রহ্মাজির এবং পবিত্র সরোবরের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছেন যে বিজেপির প্রতিটি কর্মীকে সর্বশক্তি দিয়ে দেশের সেবা করে যাওয়া।

বুধবার আগরতলায় ৩৫তম বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

হেজামারা ব্লক সংলগ্ন এলাকায় বেলা ১১টা থেকে গণ-অবস্থান আইএনপিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইএনপিটি সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষায় ময়দানে নেমেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বুধবার হেজামারা ব্লক সংলগ্ন এলাকায় বেলা ১১টা থেকে গণ-অবস্থান সংগঠিত করা হয়। ৫ দফা দাবিতে এই গণ-অবস্থানের ডাক দেয় আইএনপিটি। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সমাগত প্রায়।

সবকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। পিছিয়ে নেই আইএনপিটি দলও। আইএনপিটি তাদের সাংগঠনিক শক্তি পরীক্ষায় ময়দানে নেমেছে।

রাজ্যজুড়ে তারা পাঁচ দফা দাবিতে গণ-অবস্থানের ডাক দিয়েছে। এই আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বুধবার মোহনপুরের হেজামারা ব্লক সংলগ্ন এলাকায় বেলা ১১টা থেকে গণ-অবস্থান সংগঠিত করে। গণ-অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন আইএনপিটির রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক বিজয় রাঙ্খল, সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা, সহ সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সিএএ বাতিল করা, এডিসি এলাকায় অবিলম্বে ইনার লাইন পারমিট চালু করা, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো প্রভৃতি। এইসব দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আইএনপিটির রাজ্য সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গণঅবস্থানকালে আন্দোলন কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করে সংগঠনের নেতা রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক রবীন্দ্র দেববর্মা জানান, পাঁচ দফা দাবিতে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই তারা এই গণঅবস্থানে শামিল হয়েছেন।

সারা রাজ্যেই এই আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। এখানেও ব্যাপক সংখ্যায় জনগণ আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আইএনপিটি অংশ নিচ্ছে। সেজন্যই তারা সাংগঠনিক শক্তি আরও জোরদার করার লক্ষ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছে।

বিমানে সাধারণ যাত্রীদের পাশে বসে ভ্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর, নেট দুনিয়ায় আলোড়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। সস্ত্রীক ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিমানে সাধারণ যাত্রীদের পাশে বসে ভ্রমণ করায় চমকে উঠেছেন সহযাত্রী। এতে তিনি ভীষণ বিস্মিত হয়ে টুইট করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে বিমানের ১৮ নম্বর সারিতে বসতে দেখে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ইন্ডিগো বিমানযাত্রী জনৈক রঞ্জিত নিজের টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাদামাটা জীবনশৈলী আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রত্যেককে তাঁকে অনুসরণ করা উচিত। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর ওই ছবি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সস্ত্রীক মধ্যপ্রদেশের সাংসদ গণেশ সিঙের ছেলে সংকল্পের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি ইন্ডোর-দিল্লি ইন্ডিগো বিমানে ফিরছিলেন। তখন তাঁকে বিমানে দেখে-সহ যাত্রী রঞ্জিত মুখ্যমন্ত্রীর ছবি তুলে টুইট করেন। ওই টুইটকে ঘিরে নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে যখন বিমানের ইকোনমি ক্লাস-কে ভিভিআইপিরা গবাদি পশুর ক্লাস বলে বিদ্রুপ করেন, সেই জায়গায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ইকোনমি ক্লাসে সাধারণ যাত্রীদের সাথে যাতায়াত করতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই সহযাত্রীরা আবেগপ্রবণ হবেন, তা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

জনৈক নেটিজেনের কথায়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাদামাটা জীবনযাপনের হাজারো উদাহরণ রয়েছে। তেমনি এক উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, আগরতলায় একটি মেলায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে সাধারণ মানুষের মতো ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। কোনও আভিজাত্য ছাড়া, নিজেকে নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে রেখে আপন মনে মেলা উপভোগ করতে দেখেছি। তিনি বলেন, প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, আদৌ তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি না। পরে কাছে গিয়ে বুঝতে পারি তিনি সত্যিই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

কাউন্টডাউন শুরু ৫ মার্চ কক্ষপথে পাড়ি দেবে জিআই-স্যাট-১ স্যাটেলাইট

বেঙ্গালুরু, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্টডাউন। এবার শুধুই প্রতীক্ষা। আগামী ৫ মার্চ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল-জিএসএলভি-এফ ১০ রকেটের পিঠে চেপে কক্ষপথে পাড়ি দেবে জিও ইমেজিং স্যাটেলাইট জিআই-স্যাট-১। ৫ মার্চ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে কক্ষপথে পাড়ি দেবে জিও ইমেজিং স্যাটেলাইট জিআই-স্যাট-১।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) টুইট করে জানিয়েছে, ৫ মার্চ জিএসএলভি-এফ ১০ রকেটের পিঠে চেপে কক্ষপথে পাড়ি দেবে জিও ইমেজিং স্যাটেলাইট জিআই-স্যাট-১। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে হবে উৎক্ষেপণ। ইসরো সূত্রের খবর, জিআই-স্যাট-১ স্যাটেলাইটের সৌজন্যে দৃশ্যমান আলো ও অবলোহিত রশ্মির সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই লক্ষ্যবস্তুকে দেখা যাবে নিখুঁত ভাবে। তা দেশের জমি জরিপ করার পাশাপাশি মহাকাশ থেকে নজরদারির কাজটাও করতে পারবে।

দিল্লির উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে কবিতা লিখলেন মমতা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ বুধবার দিল্লির অশান্ত পরিবেশ নিয়ে কবিতা লিখে ফেসবুকে পোস্ট করেনউ বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই কবিতা লেখেন তিনিউ কবিতার নাম নরক।

অন্যদিকে, আগামী ২৮ তারিখ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে বৈঠকে বসার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরউ সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন ৫টি রাজ্য বাংলা, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড ও ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবরা।

কবিতায় মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান উত্তর পূর্ব দিল্লির অগ্নিগর্ভ অবস্থার ব্যাখ্যা করে গণতন্ত্রের অভাবের দিকটি তার কবিতায় বলতে চেয়েছেনউ অন্যদিকে কাল মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন,"যা ঘটছে, তাতে খুবই উদ্বিগ্ন। সবাইকে বলছি শান্তি বজায় রাখুন"উ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি মনে করি, শান্তি বজায় রাখা সকলের দরকার। আমাদের দেশ শান্তির দেশ, মানবতার দেশ। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে চলার দেশ। এখানে হিংসার কোনও স্থান নেই। যা ঘটছে, তাতে খুবই উদ্বেগের। জানি না কী হচ্ছে! সকলের কাছে শান্তি বজায় রাখার আর্জি রাখছি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি'।

উত্তর প্রদেশে বাস-বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৫ জন শ্রমিকের

রামপুর (উত্তর প্রদেশ), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রামপুর জেলায় বোলেরো গাড়ি এবং বাসের জোরালো সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন শ্রমিক। মৃতরা প্রত্যেকেই চিনিকলের শ্রমিক। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জনউ বুধবার সকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রামপুর জেলার শাহবাদ এলাকায় বন্দার গ্রামের কাছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-বোলেরো গাড়ির চালক ডিঙ্কু (৩০), শিবচরণ (৩৫), অমিত, হরবীর এবং মুকেশউ আহত হয়েছেন ইমরান, বীরেশ এবং অঙ্কুশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে করিমগঞ্জের রাণা সুগার মিলের (চিনিকল) ৮ জন শ্রমিক বেলেরো গাড়িতে চেপে শাহবাদ এলাকায় আখ চাষ খতিয়ে দেখছিলেন। ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিধানসভার উপ দলনেতা বাদল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ ফেব্রুয়ারি ।। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিধানসভার উপ দলনেতা বাদল চৌধুরী।

গোমতী জেলার উদয়পুরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী বাজেট সহ অন্যান্য দাবিতে বামফ্রন্টের ডাকা মিছিলে শামিল হয়ে বিরোধী দলের উপ নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর হন। বুধবার গোমতী জেলার উদয়পুরে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বামফ্রন্ট প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হয়। মিছিলটি জামতলা থেকে শুরু হয়ে সেন্ট্রাল রোড, নিউ টাউন রোড, মহাদেব দীঘির পাড় এবং থানা চৌমুহনি পরিক্রমা করে পুনরায় জামতলাতে এসে সমবেত হয়।

মিছিল শেষে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন বিধানসভার বিরোধী উপ দলনেতা বাদল চৌধুরী। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো তোপ দাগেন। বাদলবাবু বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনআরসি, এনপিআর নিয়ে গোটা দেশ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যেও আন্দোলন কর্মসূচি চরমে উঠেছে। দেশের সরকার জনগণের কাজ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ বলে তিনি অভিযোগ করেন। এইসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। অথচ জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নতুন নতুন ইস্যু সামনে তুলে এনে নিজেদের দায়মুক্ত করার কৌশল নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তিনি বেকারদের প্রতি প্রতারণা এবং দেশবাসীর প্রতি প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ আনেন। ক্ষমতায় আসার আগে কেন্দ্রীয় সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও তিনি তোপ দেগেছেন। বিক্ষোভ মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে শামিল হন সিপিআইএম গোমতী জেলা সম্পাদক মাধব সাহা, বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিভাগীয় সম্পাদক মানিক বিশ্বাস প্রমুখ।

উদ্বোধন হল নবনির্মিত রাজনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অফিস গৃহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ।। উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন রাজনগরে আজ নবনির্মিত রাজনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অফিস গৃহের শুভ উদ্বোধন হয়।উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। তারপর ফিতা কেটে ও ফলক উন্মোচন করে রাজনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নবনির্মিত অফিস গৃহের শুভ উদ্বোধন করেন উদ্বোধক তথা টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়। তাছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, কদমতলা ব্লকের ভিডিও কমল দেববর্মা, কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে এমওআইসি অরুণাভ চক্রবর্তী প্রমুখ।

রাজনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নবনির্মিত দালান বাড়ির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরীর প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রামীন স্তরে স্বাস্থ্যপরিসেবা আরো মজবুত করা। গ্রামীণ এলাকা থেকে যেসকল দরিদ্র জনগণ জেলা হাসপাতাল বা বড় মাপের হাসপাতালে যেতে পারেননা উনারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। পাশাপাশি আজকের রাজনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অফিস গৃহের উদ্বোধক তথা টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনে রাজ্যের মানুষকে উনারা শুধু উন্নয়নের বুলি শুনিয়ে গেছেন। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য সবকিছু থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত ছিলেন।

মানুষের মৌলিক অধিকার সেগুলি সাধারণ মানুষ পাননি দীর্ঘ ২৫ বছর।কিন্তু রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।টিংকু রায় আরো বলেন, অন্যান্য ব্লকের তুলনায় কদমতলা ব্লক এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধিক হারে দেওয়া হচ্ছে।এমনকি কিছু দিন পূর্বে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মেশিনের উদ্বোধন হয়েগেছে। বর্তমানে এক্সরে মেশিন এসে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে তাও উদ্বোধন হয়ে যাবে। এক্সরে মেশিনও চালু হয়ে গেলে কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ জনগণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনেকটাই লাভান্বিত হবেন।

পেঁচারথল ব্লকের উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা সভা

উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হবে ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে পেঁচারথল ব্লকে গত ২৪ ফেবয়ারি এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সভায় কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন। ব্লকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পেঁচারথল বি এ সি'র চেয়ারম্যান সজল চাকমা, কুমারঘাট বি এ সি'র চেয়ারম্যান তপনজয় রিয়াং, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, বি ডি ও শ্যামজয় জমাতিয়া, বিভিন্ন ভিলেজের চেয়ারম্যানগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের জেলা ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকগণ। পর্যালোচনা সভায় ব্লক এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।

পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা ব্লকের দূরবর্তী অ'ল যেখানে পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে শুখা মরশুমে টেঙ্কারের মাধ্যমে সেখানে পানীয়জল পৌঁছে দিতে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের প্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বৃষ্টির জল ধরে রাখতে টেঙ্ক তৈরী করার উপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। পানীয়জলের উৎস সৃষ্টির জন্যও মন্ত্রী নির্দেশ দেন। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তর থেকে জানানো হয়, অটল জলধারা মিশনে ব্লক এলাকায় এ পর্যন্ত ৫৭১টি পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং দূরবর্তী অ'লগুলিতে পানীয়জলের উৎস তৈরী করতে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে পানীয়জলের উৎসগুলি সংস্কার করতে নির্দেশ দেন। মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা বিদ্যুৎ সম্পসারণের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ব্লকের সমস্ত দূরবর্তী এলাকায় দ্রততার সাথে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছানোর উপর অগ্রাধিকার দিতে বলেন। বিদ্যুৎ নিগম থেকে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুৎ যোজনা সহ ব্লক এলাকায় এইচ টি এবং এল টি লাইন সম্পসারণ ও সংস্কারের বিষয়গুলির তথ্য তুলে ধরা হয়। পূর্ত দপ্তর থেকে সভায় জানানো হয় মাছমারাতে যাওয়ার ৮.৫ কিমি রাস্তা, মাছমারা থেকে ক'ঞ্চটিলার রাস্তার সংস্কার, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় মাছমারা থেকে শেরমুনটিলার রাস্তা সংস্কার ছাড়াও আরও কিছু রাস্তার সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা লক্ষণছড়া থেকে হলদিছড়া, বাগাইছড়া এবং নবীনছড়ার রাস্তা দ্রত সংস্কারের জন্য পূর্ত দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন। এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় যে সকল রাস্তার সংস্কারের প্রয়োজন সেগুলির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শুরু করতে বলেন। পর্যালোচনা সভায় পেঁচারথল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে গৃহীত কাজগুলির অগ্রগতির তথ্যও তুলে ধরা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানানো হয় পেঁচারথল ব্লকে আয়ুমান ভারত প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় ২৬,১২৫ জনকে ই-কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ব্লকে এই যোজনায় ই-কার্ড দেওয়ার কাজ দ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা ব্লকে আই সি ডি এস প্রকল্পের কাজের নিয়মিত পর্যালোচনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা বলেন, ব্লকে যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ চলছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে শেষ করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ২,৭১৫, সংক্রমিত ৭৮,০৬৪ জন

বেজিং, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু থামছেই না। চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ৫২ জন। ফলে বুধবার সকাল পর্যন্ত চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা পৌঁছল ২,৭১৫-তে। হুবেই প্রদেশ-সহ সমগ্র চিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০৬ জন। বুধবার সকাল পর্যন্ত সমগ্র চিনে এই মারণ-ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৮,০৬৪ জন।

চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের-হানায় বুধবার সকাল পর্যন্ত আরও ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫২ জনেরই মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ২,৭১৫। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০৬ জন (হুবেই প্রদেশেই আক্রান্ত ৪০১ জন)। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮,০৬৪।

হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থ! মধ্যরাতে কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে হিংসাত্মক ঘটনায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। বুধবার সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৮-তে। অভিযোগ উঠছে, হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থ অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারও কেজরিওয়াল সরকার নাকি কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। এই অভিযোগে মঙ্গলবার মধ্যরাতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে জড়ো হন বহু মানুষ, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পড়ুয়া।

জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন এবং জামিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটির তরফে কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে মধ্যরাতে কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে জড়ো হন অসংখ্য মানুষউ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, উত্তর-পূর্ব দিল্লির যে সমস্ত স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে, সেখানে যেতে হবে কেজরিওয়ালকেউ মধ্যরাত থেকে বুধবার ভোররাত পর্যন্ত চলতে থাকে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়। বিক্ষোভকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন পুলিশ কর্মীরা। ক্রমশই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। বাধ্য হয়েই জলকামান ব্যবহার করে পুলিশউ ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশ সূত্রের খবর, কয়েকজনকে আটক করে সিভিল লাইন্স পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।